HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – আরোহের প্রকারভেদ

টপিক – ০১ প্রকৃত আরোহের ধারণা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: প্রকৃত আরোহের ধারণা
টপিক ০২: প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ
টপিক ০৩: অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ
টপিক ০৪: সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ
টপিক ০৫: যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা

টপিক ০১: প্রকৃত আরোহের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রকৃত আরোহের ধারণা

যে সব আরোহ প্রক্রিয়ায় আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য বর্তমান তাদেরকে প্রকৃত আরোহ বলে। যুক্তিবিদ মিলের মতে আরোহমূলক লম্ফ হচ্ছে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য। আরোহ অনুমানে আমরা বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে যে জ্ঞান পাই তার উপর ভিত্তি করে সমুদয় ক্ষেত্র সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এখানে আমরা জানা থেকে অজানায়, কিছু থেকে সমগ্রে এবং নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিত ঘটনায় গমন করি। এভাবে জানা থেকে অজানায় গমন করাকেই আরোহমূলক লম্ফ বলা হয়। মিলের মতে আরোহমূলক লক্ষ হচ্ছে আরোহের প্রাণকেন্দ্র। যে সব আরোহ প্রক্রিয়ায় এ বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত তাদেরকে আরোহই বলা চলে না। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক আরোহ, অবৈজ্ঞানিক আরোহ এবং সাদৃশ্যমূলক অনুমানের মধ্যে আরোহমূলক লম্ফ বর্তমান। সুতরাং এ তিন প্রকার আরোহই প্রকৃত আরোহ নামে পরিচিত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – আরোহের প্রকারভেদ

টপিক – ০২ প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

টপিক ০২: প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

যুক্তিবিদ মিল প্রকৃত আরোহকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন, যথা-

১। বৈজ্ঞানিক আরোহ (Scientific Induction)

২। অবৈজ্ঞানিক আরোহ (Unscientific Induction) এবং

৩। সাদৃশ্যানুমান (Analogy)

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

বৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করবার প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে।

উদাহরণস্বরূপ :

রফিক হয় মরণশীল।
তপন হয় মরণশীল।
সেলিম হয় মরণশীল।
এবং অঞ্জনা ও অন্যান্য মানুষ হয় মরণশীল।
... সকল মানুষ হয় মরণশীল।

এখানে রফিক, তপন, সেলিম প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর বাস্তব দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে আমরা মানুষ ও মরণশীলতার মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করি এবং প্রকৃতির আচরণ সম্পর্কিত নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাস স্থাপন করে সকল মানুষের মরণশীলতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত অনুমান করি।

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

বৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলোর সন্ধান পাওয়া যায় :

১। বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করে। এ বৈশিষ্ট্যটির মধ্যে আমরা তিনটি বিশেষ দিকের সন্ধান পাই।

(ক) বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি যুক্তিবাক্য স্থাপন করে।

একটি যুক্তিবাক্যে দু'টি পদের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তে আমরা দু'টি পদের মধ্যে একটি সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করি। যেমন- 'মানুষ' ও 'মরণশীল' দু'টি পদের মধ্যে একটি সম্পর্ক আবিষ্কার করবার পর 'মানুষ হয় মরণশীল' এ যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করি।

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

(খ) বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য স্থাপন করে।

বৈজ্ঞানিক আরোহ যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করে তা সব ক্ষেত্রেই একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য, বিশেষ যুক্তিবাক্য নয়। একটি সার্বিক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদটি তার উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থের উপর আরোপিত হয়। অর্থাৎ সার্বিক যুক্তিবাক্যে কোন শ্রেণীভুক্ত অনির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুর প্রত্যেকের সম্মন্ধে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। যেমন-সকল গরু হয় চতুষ্পদ। পক্ষান্তরে, একটি বিশেষ যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদটি তার উদ্দেশ্য পদের ব্যক্ত্যর্থের অংশ বিশেষের উপর আরোপিত হয়। যেমন-কিছু ফুল হয় সাদা। বৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা কিছু মানুষকে মরতে দেখে সকল মানুষের মৃত্যু সম্মন্ধে অনুমান করি। অর্থাৎ 'মরণশীলতা' গুণটিকে সমগ্র মানব জাতির ক্ষেত্রে স্বীকার করে 'সকল মানুষ হয় মরণশীল'-এ সার্বিক যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করি।

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

(গ) বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করে।

বৈজ্ঞানিক আরোহ যে সার্বিক যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করে তা একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য, বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য নয়। একটি বিশ্লেষক যুক্তিবাক্যে বিধেয়টি শুধুমাত্র উদ্দেশ্যের জাত্যর্থ বা তার অংশ বিশেষকে উল্লেখ করে। যেমন- সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন। এরূপ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্মন্ধে নতুন কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। কেননা উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলেই তার মধ্যে বিধেয়কে পাওয়া যায়। কিন্তু একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্যে জ্ঞাত্যর্থ বহির্ভূত নতুন কোন গুণের উল্লেখ থাকে। বৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা জানা থেকে অজানায় গমন করি। কাজেই এর সিদ্ধান্ত সব ক্ষেত্রেই সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য। যেমন- 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' যুক্তিবাক্যে 'মরণশীল' কথাটি দ্বারা মানুষ সম্মন্ধে একটি নতুন তথ্যকে সংযোজন করা হয়েছে। সুতরাং এটি একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য।

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

২। বৈজ্ঞানিক আরোহ বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের (Observation of Facts) উপর নির্ভর করে।

বৈজ্ঞানিক আরোহে যে সার্বিক সিদ্ধান্তটি স্থাপন করা হয় তা নির্ভর করে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষণ বা নিরীক্ষণের উপর। একেই বলে ঘটনা পর্যবেক্ষণ। পরীক্ষণ বা নিরীক্ষণের সাহায্যে আমরা বাস্তব জগতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্মন্ধে জ্ঞান লাভ করি। এ বাস্তব জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমরা শেষ পর্যন্ত একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করি। যেমন-রহিম, করিম প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর বাস্তব ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে আমরা সকল মানুষের মরণশীলতা অনুমান করি। এর থেকে বোঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিক আরোহের লক্ষ্য বস্তুগত সত্যতাকে অর্জন করা। এর সিদ্ধান্তরূপে যে সার্বিক যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। তাই বাস্তব ঘটনাবলীর সাথে মিল থাকে বলে সিদ্ধান্তটি বস্তুগতভাবে সত্য হয়।

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

৩। বৈজ্ঞানিক আরোহে একটি আরোহমূলক লম্ফ (Inductive Leap) বা সংকট বর্তমান থাকে।

বৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা কিছু থেকে সকলে, জানা থেকে অজানায়, নিরীক্ষিত থেকে অ-নিরীক্ষিতে, বিশেষ থেকে সামান্যে পদার্পণ করি। আমরা প্রথমে কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে যে জ্ঞান পাই তার উপর নির্ভর করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় ঘটনা সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এভাবে কতিপয় জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায়, বিশেষ থেকে সামান্যে অথবা কম ব্যাপক থেকে অধিক ব্যাপক বাক্যে উত্তরণের প্রক্রিয়াকে আরোহমূলক লম্ফ (Inductive Leap) বা অনির্দেশ যাত্রাও বলে। একে 'অন্ধকারে লাফ দেওয়ার' সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এ লম্ফের মধ্যে বিরাট একটি সংকট বা ঝুঁকি (Hazard) বর্তমান। তাই ভালমত দেখে শুনে পরীক্ষা করে লাফ দিলে হয়তো সত্যে পৌঁছানো যায়। নতুবা ভ্রান্তিজনিত বিপদের সম্ভাবনা থাকে। যেমন-ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত কয়েকজন রোগীর দৃষ্টান্ত নিরীক্ষা করে দেখা গেল যে, আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তাদের প্রত্যেককে এনোফিলিস মশায় দংশন করেছিল।

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

এখানে নিরীক্ষিত দৃষ্টান্তের সংখ্যা খুবই সীমিত। এগুলো ছাড়া আরও বহু দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে অনিরীক্ষিত থেকে যায়। তাদের সবগুলো নিরীক্ষণ করা একান্তই অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় কতিপয় দৃষ্টান্তের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমরা একটি লম্ফ দিয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সব দৃষ্টান্ত সম্মন্ধে সকল ক্ষেত্রেই এনোফিলিস মশার দংশনই ম্যালেরিয়া রোগের কারণ-এ সার্বিক সিদ্ধান্তটি অনুমান করি।

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

এক্ষেত্রে জানা থেকে অজানায় গমনের প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে আরোহমূলক লম্ফ। যুক্তিবিদ মিল ও বেনের মতে আরোহমূলক লম্ফ হচ্ছে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যটি উপস্থিত থাকায় তারা বৈজ্ঞানিক আরোহকে প্রকৃত আরোহ নামে আখ্যায়িত করেছেন। এ লক্ষণের জন্যই প্রকৃত আরোহ তথাকথিত আরোহ থেকে ভিন্ন।

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

৪। বৈজ্ঞানিক আরোহ বিজ্ঞানের দুটি মৌলিক নিয়ম যথা-প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি (Law of Uniformity of Nature) ও কার্য-কারণ নিয়মের (Law of Causation) উপর নির্ভর করে।

বৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করেই একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। কিন্তু প্রশ্ন হলো-কিসের উপর ভিত্তি করে, আমরা এভাবে কতিপয় থেকে সমুদয়ে যেতে পারি? এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে সার্বিক সিদ্ধান্তে গমন করতে পারি। এ নীতির অর্থ হলো-প্রকৃতি সব সময়ই একই অবস্থায় একইভাবে কাজ করে। এ নিয়মের উপর আস্থা রেখে আমরা কতিপয় মানুষের মৃত্যুর ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেই সকল মানুষের মৃত্যুর ব্যাপারটি অনুমান করি।

বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়মের উপরও নির্ভরশীল। এ নিয়মের অর্থ হলো-প্রতিটি ঘটনারই একটি কারণ থাকে। কারণ ছাড়া কোন কিছুই ঘটতে পারে না। মানুষের মৃত্যু ঘটে। এর নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। মানুষের মৃত্যুর ঘটনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা 'মানুষ' ও 'মরণশীলতা' এর মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করি। এরই ভিত্তিতে আমরা সকল মানুষের মরণশীলতা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত অনুমান করতে সক্ষম হই।

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

টীকা: ঘটনা পর্যবেক্ষণ (Observation of Facts):

আরোহ অনুমানে যে সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় তা নির্ভর করে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষণ বা নিরীক্ষণের উপর। একেই বলে ঘটনা পর্যবেক্ষণ। পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের সাহায্যে আমরা বাস্তব জগতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্মন্ধে জ্ঞান লাভ করি। এ বাস্তব জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমরা শেষ পর্যন্ত একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করি। যেমন-রফিক, সেলিম, তপন প্রমুখ ব্যক্তি মানুষের কয়েকটি মৃত্যুর বাস্তব দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে আমরা সকল মানুষের মরণশীলতা অনুমান করি। এর থেকে বুঝা যায় যে, আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্তরূপে যে সার্বিক যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে আমরা এক বা একাধিক বাস্তব দৃষ্টান্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করি। আমরা লোকমুখে কোন কথা শুনে বা মনগড়া ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন সিদ্ধান্ত স্থাপন করি না। এর পিছনে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তি থাকে। তাই আরোহ অনুমান বস্তুগত সত্যতা অর্জনে সক্ষম।

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

টীকা: আরোহমূলক লম্ফ বা আরোহাত্মক উল্লম্ফন (Inductive Leap):

আরোহ অনুমানে আমরা কিছু থেকে সকলে, জানা থেকে অজানায়, নিরীক্ষিত ঘটনা থেকে অনিরীক্ষিত ঘটনায় পদার্পণ করি। আমরা প্রথমে কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে যে জ্ঞান লাভ করি তার উপর নির্ভর করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় ঘটনা সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এভাবে কতিপয় জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায় যাওয়াকে বলে আরোহমূলক লম্ফ বা অনির্দেশ যাত্রা। একে অন্ধকারে লাফ দেওয়াও বলা যেতে পারে। এ লক্ষের মধ্যে বিরাট সংকট বা ঝক্কি বর্তমান। ভালমত দেখে-শুনে পরীক্ষা করে লাফ দিলে হয়ত সত্যে পৌঁছানো যায়। নতুবা ভ্রান্তিজনিত বিপদের সম্ভাবনা থাকে। যেমন-কয়েকটি বস্তু যথা-লোহা, তামা, পানি, পারদ ইত্যাদির উপর তাপ প্রয়োগ করে জানা গেল যে, তাদের প্রত্যেকেরই আয়তন বেড়ে যায়। তবে এরূপ পরীক্ষিত ঘটনার সংখ্যা খুবই কম। প্রকৃতিতে আরও অসংখ্য ও অগণিত বস্তু আছে। তাদের সবগুলোর উপর তাপ প্রয়োগ করে দেখা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অকল্পনীয়। এরূপ অবস্থায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতার উপর আস্থা রেখে কতিপয় বস্তুর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি লম্ফ দিয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সমুদয় বস্তুর প্রকৃতি সম্মন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি এবং বলি-তাপ প্রয়োগে সকল বস্তুরই আয়তন বাড়ে।

প্রকৃত আরোহের প্রকারভেদ

এক্ষেত্রে জানা থেকে অজানায় গমনের প্রক্রিয়াটিই হচ্ছে আরোহমূলক লক্ষ।
যুক্তিবিদ মিল ও বেনের মতে আরোহমূলক লক্ষ হচ্ছে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য বা আরোহের প্রাণকেন্দ্র। তাই যে আরোহ প্রক্রিয়ায় এ বেশিষ্ট্যটি উপস্থিত, তাকে বলা হয় প্রকৃত আরোহ। আর যাতে এ বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত, তাকে বলা হয় তথাকথিত আরোহ বা অপ্রকৃত আরোহ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – আরোহের প্রকারভেদ

টপিক – ০৩ অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

টপিক ০৩: অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় না করে শুধু একানুবর্তী ও অবাধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করবার প্রক্রিয়াকে অবৈজ্ঞানিক আরোহ বলে।

অবৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। যাদ আমরা কোন একটি বিষয়ে সব সময় একই ভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকি এবং কখনই তার বিরোধী কোন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন না হই, তাহলে এ অবাধ ও ব্যতিক্রমহীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমরা একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে পারি। এরূপ আরোহের মূল কথা হলো- 'এ ধরনের ঘটনা সর্বদাই ঘটতে দেখেছি, এর বিপরীত কোন দৃষ্টান্ত কখনও চোখে পড়েনি; সুতরাং এ ধরনের ঘটনা সব ক্ষেত্রেই সত্য।' অবৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত স্থাপন করবার পূর্বে আমরা শুধু প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করি। ঘটনাবলীর মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করি না।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

উদাহরণস্বরূপ, যতদূর আমাদের অভিজ্ঞতা যায়, আমরা শুধু কালো রঙের কাকই দেখেছি। ভিন্ন কোন রঙের কাক কখনও আমাদের চোখে পড়েনি। সুতরাং কাকের রঙ সম্মন্ধে আমাদের এ অবাধ ও ব্যতিক্রমহীন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আমরা অনুমান করি যে, সকল কাক হয় কালো।

যুক্তিবিদ মিল অবৈজ্ঞানিক আরোহকে প্রকৃত আরোহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ এতে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আরোহমূলক লম্ফ বর্তমান। এ প্রকার আরোহকে অবৈজ্ঞানিক আরোহ বলা হয়, কেননা এতে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কার্য-কারণ নিয়মের প্রয়োগ অনুপস্থিত। এতে আমরা সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে ঘটনাবলির মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করি না। অবৈজ্ঞানিক আরোহকে সহজ গণনামূলক আরোহ (Induction Per Simple Enumeration) বলা হয়। কারণ এতে কতকগুলো দৃষ্টান্ত গণনার সহজ ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। এরূপ আরোহকে লৌকিক আরোহও বলা হয়। কেননা সাধারণ লোক এ সহজ-সরল পদ্ধতি অনুসারেই অনুমান করে থাকে।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত সত্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না। কারণ এখানে দু'টি ঘটনার মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় না করেই নিছক অবাধ অভিজ্ঞতার উপর - ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। তাই এর সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়:

১। অবৈজ্ঞানিক আরোহ একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য স্থাপন করে।

অবৈজ্ঞানিক আরোহ যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করে তা সব ক্ষেত্রেই একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য। একটি সার্বিক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদটি তার উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থের উপর আরোপিত হয়। অবৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কাকের রঙ সম্মন্ধে যে ধারণা পাই তারই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করি যে, সকল কাক হয় কালো। এ বাক্যটি একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য। কেননা এটি বিশেষ কালের বিশেষ কিছু কাকের উপর প্রযোজ্য নয়। বরং এটি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কাকের উপরই প্রযোজ্য।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

২। অবৈজ্ঞানিক আরোহের স্থাপিত সিদ্ধান্ত একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য।

অবৈজ্ঞানিক আরোহ যে সার্বিক যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করে তা একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য, বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য নয়। একটি বিশ্লেষক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদটি শুধুমাত্র উদ্দেশ্যের জাত্যর্থ বা তার অংশ বিশেষকে উল্লেখ করে। যেমন- সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন। পক্ষান্তরে, একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্যে জাত্যর্থ বহির্ভূত কোন নতুন গুণের উল্লেখ থাকে। যেমন-সকল লাল ফুল হয় গন্ধহীন। এতে বিধেয় পদটি দ্বারা উদ্দেশ্যের জাত্যর্থ বহির্ভূত একটি অতিরিক্ত গুণকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এটি একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য। অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত রূপে এরূপ বাক্যই স্থাপন করা হয়।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

৩। অবৈজ্ঞানিক আরোহের ভিত্তি হচ্ছে অনুকূল অভিজ্ঞতা।

অবৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। যদি আমরা কোন বিষয়ে সব সময় একইভাবে অভিজ্ঞতা পেতে থাকি এবং কখনই তার বিরোধী কোন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন না হই, তাহলে এ অনুকূল ও বিরোধহীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঐ বিষয়ে আমরা একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করতে পারি। যেমন-আমরা সব সময়ই কালো রঙের কাক দেখি। ভিন্ন কোন রঙের কাক আমাদের নজরে পড়ে না। এরূপ অনুকূল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা অনুমান করি যে, সকল কাক হয় কালো।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

৪। বৈজ্ঞানিক আরোহ বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে।

বৈজ্ঞানিক আরোহের মত অবৈজ্ঞানিক আরোহেও সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য আমরা বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করি। আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাস্তব ঘটনাবলীর মুখোমুখী হই। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় যদি কোনো বিষয়ে সব সময় একানুবর্তী অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের জন্য সিদ্ধান্ত অনুমানের একটা ভিত্তি রচিত হয়। তখন বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরে একানুবর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত অনুমানে প্রয়াসী হই।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

৫। অবৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহমূলক লম্ফ উপস্থিত।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের ভিত্তি হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা খুব কম সংখ্যক দৃষ্টান্তের সংস্পর্শে আসতে পারি। কেননা, আমাদের অভিজ্ঞতার ক্ষমতা খুবই সীমিত। তাই কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার পূর্বে সংশ্লিষ্ট সমুদয় দৃষ্টান্ত সম্মন্ধে অভিজ্ঞতা লাভকরা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় সীমিত দৃষ্টান্তের অনুকূল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা একটি লম্ফ দিয়ে সমুদয় দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এভাবে জানা ঘটনা থেকে অজানা ঘটনায় গমনের প্রক্রিয়াকেই বলা হয় আরোহমূলক লক্ষ। অবৈজ্ঞানিক আরোহে এ লম্ফ উপস্থিত।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

৬। অবৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভরশীল।

অবৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা জানা থেকে অজানা, নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিত ঘটনায় লম্ফ দিয়ে গমন করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে-কিসের উপর ভিত্তি করে আমরা এভাবে লম্ফ দিতে পারি? এর জবাবে বলা যায় যে, এ কাজটি করবার জন্য আমরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করি। এ নীতি অনুসারে প্রকৃতি সব সময়ই একই অবস্থায় একইভাবে কাজ করে। আমরা যখন প্রকৃতির কয়েকটি লাল রঙের ফুলকে গন্ধহীন অবস্থায় দেখি, তখন নীতিটির উপর আস্থা রেখে সব লাল রঙের ফুলের বেলায় একই ফলাফল আশা করি। ফলে সিদ্ধান্ত অনুমান আমাদের পক্ষে সহজতর হয়।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য

৭। অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য।

অবৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা নিছক অবাধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত অনুমান করি। সিদ্ধান্ত অনুমানের পূর্বে ঘটনাবলীর মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে কিনা তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখি না। মোটকথা, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত কার্যকারণ নিয়মের উপর এ আরোহের কোন নির্ভরতা নেই। ফুলের লাল রঙ ও গন্ধহীনতার মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক আছে কিনা তা সঠিকভাবে যাচাই না করেই আমরা অনুমান করি যে, সকল লাল ফুল গন্ধহীন। তাই অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত সত্যের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এর সিদ্ধান্ত সব সময়ই সম্ভাব্য।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য কারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে কোন সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করবার পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। যেমন- রহিম, করিম, শ্যামল ও বিমল প্রমুখ কতিপয় মানুষের মৃত্যুর বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে এবং কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করে আমরা সিদ্ধান্ত স্থাপন করি যে, সকল মানুষ হয় মরণশীল।

পক্ষান্তরে, কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করবার চেষ্টা না করে কেবলমাত্র কয়েকটি অবাধ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কোন সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করবার পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। যেমন- যতদূর, আমাদের অভিজ্ঞতা পৌঁছায় আমরা শুধু কাল রঙের কাকই দেখি। ভিন্ন কোন রঙের কাক কখনও আমাদের চোখে পড়েনি। সুতরাং কাকের রং সম্মন্ধে আমাদের এ অবাধ ও ব্যতিক্রমহীন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, সকল কাক হয় কালো।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(ক) বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য :

বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে নিম্নের সাদৃশ্য বা মিল লক্ষ্য করা যায় :

(১) বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয় প্রকার আরোহের সিদ্ধান্তই সার্বিক যুক্তিবাক্য। বৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করি। অবৈজ্ঞানিক আরোহেও আমরা অভিজ্ঞতালব্ধ সীমিত জ্ঞানের ভিত্তিতে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করি।

(২) বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয় আরোহেই ঘটনা পর্যবেক্ষণ উপস্থিত। উভয় আরোহেই আমরা সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে বাস্তব ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করি। এগুলি অনুমানের আশ্রয়বাক্যরূপে কাজ করে।

(৩) উভয় প্রকার আরোহই প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এদের মধ্যে আরোহমূলক লম্ফ উপস্থিত। উভয় আরোহেই আমরা জানা থেকে অজানায়, নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিতে এবং কিছু থেকে সকলে গমন করি।

(৪) বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয় আরোহই প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির আচরণ সম্পর্কিত নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাস স্থাপনের ফলেই উভয় আরোহে কিছু থেকে সকলে গমন করা সম্ভব হয়।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(খ) বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের পার্থক্য :

বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে নিম্নের বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য বর্তমান :

(১) বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে ঘটনাবলীকে যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দু'টি ঘটনার মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা হয়। এ সম্পর্ক আবিষ্কারের পরই কেবল বৈজ্ঞানিক আরোহে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভরশীল নয়। এতে শুধু প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর আস্থা রেখে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি সিদ্ধান্তে গমন করা হয়।

(২) বৈজ্ঞানিক আরোহ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভরশীল। তাই এতে 'মানুষ' ও 'মরণশীলতা'-এর মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও প্রমাণের পরই কেবল 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এ সিদ্ধান্তটি অনুমান করা হয়। ফলে এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ নিছক অবাধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। এতে কার্য-কারণ নিয়মের উপর কোন নির্ভরতা নেই। এতে ফুলের 'লাল রঙ' ও 'গন্ধহীনতা'-এর মধ্যে কোনরূপ কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা ব্যতিরেকেই 'সকল লাল ফুল হয় গন্ধহীন' এ সিদ্ধান্তটি অনুমান করা হয়। ফলে এর সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(৩) বৈজ্ঞানিক আরোহের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত অনুমানে খুবই সতর্কতার আশ্রয় নেওয়া হয়। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করেই এখানে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যায়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহে তেমন কোন সতর্কতা নেই। কাজেই এখানে হাজার হাজার দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা সামান্য কারণে নস্যাৎ হয়ে যায়।

(৪) বৈজ্ঞানিক আরোহে সদর্থক ও নঞর্থক উভয় প্রকার দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করা হয়। এতে আলোচ্য ঘটনা ঘটবার জন্য একদিকে যেমন অনুকূল দৃষ্টান্তসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, অন্যদিকে তেমন প্রতিকূল কোন দৃষ্টান্ত আছে কিনা তাও অনুসন্ধান করা হয়। ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে মশার দংশন ছাড়াও অন্যান্য ঘটনার প্রভাব লক্ষ করা হয়। ফলে বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত স্থাপনের পর কোন প্রতিকূল দৃষ্টান্ত আবির্ভাবের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহে কেবলমাত্র সদর্থক দৃষ্টান্তগুলোই গণনা করা হয়। নঞর্থক দৃষ্টান্ত গণনা থেকে বাদ থেকে যায়। এতে অনুকূল দৃষ্টান্তসমূহের দিকেই আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কোন প্রতিকূল দৃষ্টান্তের অস্তিত্ব আছে কিনা তা আমরা খোঁজ নিয়ে দেখি না। ফলে অবৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত স্থাপনের পর প্রতিকূল দৃষ্টান্ত আবির্ভাবের সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমন-অনুকূল দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে 'সকল কাক হয় কালো' এ সিদ্ধান্ত স্থাপন করবার পর অস্ট্রেলিয়ায় সাদা রঙের কাকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(৫) বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এতে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং অপনয়ন সূত্রের সাহায্যে অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী বাদ দিয়ে প্রকৃত ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। এতে অনেকগুলো ধাপ যথা-পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, অপনয়ন, প্রকল্প প্রণয়ন, সামান্যীকরণ ইত্যাদি অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ একটি সহজ-সরল প্রক্রিয়া। এতে ঐসব ঝামেলা নেই। কোন বিপরীত দৃষ্টান্ত না ঘটতে দেখলে এতে কয়েকটি অবাধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়।

(৬) বৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়ম উভয় নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে ঘটনাবলী পর্যালোচনার সময় কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভর করা হয়। আর সিদ্ধান্ত স্থাপনের সময় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করা হয়। ফলে এ অনুমান প্রক্রিয়াটি খুবই বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ কেবল প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে কার্য-কারণ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় না। ফলে এ অনুমান বিজ্ঞানসম্মত নয়।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(৭) বৈজ্ঞানিক আরোহ প্রক্রিয়া বিজ্ঞানীদের ব্যবহারযোগ্য আরোহ প্রক্রিয়া। এতে যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় তাকে আবার প্রমাণও করা হয়। এ অনুমান প্রক্রিয়া সাধারণ মানুষের জন্য ব্যবহারযোগ্য নয়। কেবলমাত্র বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তিরাই বৈজ্ঞানিক আরোহের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ সাধারণ লোকের গঠিত আরোহ। এতে সিদ্ধান্ত প্রমাণের কোন চেষ্টা নেই। তাই সাধারণ মানুষ তাদের স্বাভাবিক যুক্তিশৈলীর বলে এ অনুমান প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে খুব সহজেই সিদ্ধান্ত অনুমান করতে পারে। তাই এটি লৌকিক আরোহ নামে পরিচিত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – আরোহের প্রকারভেদ

টপিক – ০৪ সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

টপিক ০৪: সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যদি অনুমান করা হয় যে, তাদের একটি কোন বিশেষ গুণের অধিকারী হলে অপরটিও ঐ গুণের অধিকারী হবে, তাহলে যে অনুমান করা হয় তার নাম সাদৃশ্যানুমান।

এরূপ অনুমানে দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখানো হয়। তারপর যদি দেখা যায় যে, তাদের একটির মধ্যে একটি বিশেষ গুণ বর্তমান, তাহলে অনুমান করা হয় যে, ঐ গুণটি অপর বস্তুটিতেও বর্তমান। এভাবে দুটি বস্তুর মধ্যে কতিপয় সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাদের একটি যে গুণের অধিকারী অপরটিকেও সেই গুণের অধিকারী বলে অনুমান, করবার পদ্ধতিকে সাদৃশ্যানুমান বলে।

উদাহরণস্বরূপ-

পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ উভয়েই মাটি, বায়ু ও নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া আছে।

পৃথিবীতে জীব বাস করে।

.. মঙ্গল গ্রহেও জীব বাস করে।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের প্রকৃতি

সাদৃশ্যানুমানের প্রকৃতি বা স্বরূপ বর্ণনা করতে যেয়ে বিভিন্ন যুক্তিবিদ একে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছেন।

যুক্তিবিদ এ্যারিস্টটল ও তার অনুসারী হোয়েটলী এ প্রকার অনুমানকে যথাক্রমে 'অনুপাতের সমতা' ও 'সম্মন্ধের সাদৃশ্য' বলে ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে চারটি ভিন্ন পদকে অবলম্বন করে সাদৃশ্যানুমান গঠন করা হয়। যেমন-ক এর সাথে খ-এর সম্বন্ধ হচ্ছে গ-এর সাথে ঘ-এর সম্বন্ধের অনুরূপ। প্রথম সম্বন্ধ থেকে একটি বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা হয় যে, দ্বিতীয় সম্মন্ধ থেকেও উক্ত ফল পাওয়া যাবে। আবার, রাজা ও প্রজার মধ্যকার সম্পর্ক পিতাও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্কের অনুরূপ। সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে পিতার আদেশ পালন করা। সুতরাং, প্রজারও কর্তব্য হচ্ছে রাজার আদেশ পালন করা।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের প্রকৃতি

আধুনিককালে সাদৃশ্যানুমান একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। মাত্র দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে অনুমান করা হয় যে, তাদের মধ্যে অপর কোন বিষয়েও সাদৃশ্য থাকবে।

যেমন-

ক ও খ এর মধ্যে প, ফ, ব প্রভৃতি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

ক-এর মধ্যে একটি অতিরিক্ত গুণ অর্থাৎ ম আছে।

... খ-এর মধ্যেও ম গুণটি আছে।

আবার মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে জন! বৃদ্ধি, মৃত্যু, খাদ্য গ্রহণ, বংশবিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

মানুষের একটি অতিরিক্ত গুণ অর্থাৎ প্রাণ আছে।

... উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে।

যুক্তিবিদ মিল নিম্নরূপে সাদৃশ্যানুমানকে ব্যক্ত করেছেন।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের প্রকৃতি

"দু'টি বস্তুর মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে মিল আছে; কোন বাক্য যদি তাদের একটি সম্পর্কে সত্য হয়, তাহলে সেই বাক্যটি অপরটি সম্পর্কেও সত্য হবে।"

যুক্তিবিদ বেন বলেন, "আরোহ অনুমানের একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে সাদৃশ্যানুমানে মনে করা হয় যে, দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলে তাদের মধ্যে অপর কোন বিষয়েও সাদৃশ্য থাকতে পারে, যে অপর বিষয়টি সাদৃশ্যমূলক বিষয়গুলোর সাথে কার্য-কারণ কিংবা সহ-অবস্থান জনিত সম্পর্কে আবদ্ধ বলে জানা নেই।"

যুক্তিবিদ কার্ডেথ রীড সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "সাদৃশ্যানুমান হচ্ছে এক প্রকারের সম্ভাব্য প্রমাণ যা উপমানের মাল মশলা ও অনুমানের বিষয়বস্তুর মধ্যস্থিত অসম্পূর্ণ সাদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল।৩

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের প্রকৃতি

যুক্তিবিদ ওয়েলটন বলেন, "সাদৃশ্যানুমান হচ্ছে বিষয় বস্তুর আংশিক অভিন্নতা থেকে অধিকতর অভিন্নতা অনুমানের একটি প্রক্রিয়া।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সাদৃশ্যানুমানে আমরা কোন একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে অপর একটি বিশেষ দৃষ্টান্তে গমন করি। এখানে কয়েকটি অপর্যাপ্ত বিষয়ে দু'টি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়ে একটি সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুমানের পূর্বে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হয় না। তাই এর সিদ্ধান্ত সব সময়ই সম্ভাব্য।

যুক্তিবিদ মিলের মতে সাদৃশ্যানুমানে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য বা 'আরোহমূলক লম্ফ' উপস্থিত। এতে আমরা জানা থেকে অজানায় গমন করি। তাই তিনি একে প্রকৃত আরোহ বলে আখ্যায়িত করেন। তার মতে সাদৃশ্যানুমান প্রকৃত আরোহের একটি অঙ্গ। প্রকৃত আরোহ হচ্ছে তিন প্রকার; যথা-বৈজ্ঞানিক আরোহ, অবৈজ্ঞানিক আরোহ এবং সাদৃশ্যানুমান।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের প্রকৃতি

সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্য সমূহের সন্ধান পাওয়া যায়।

(১) সাদৃশ্যানুমানের ভিত্তি হচ্ছে সাদৃশ্য।

সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই এরূপ অনুমানের সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়। দুটি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলে আমরা অনুমান করি যে, তাদের মধ্যে অপর কোন বিষয়েও সাদৃশ্য থাকবে।

(২) সাদৃশ্যানুমান একপ্রকার প্রকৃত আরোহ।

সাদৃশ্যানুমানে আরোহ অনুমানের মূল বৈশিষ্ট্য 'আরোহমূলক লক্ষ' উপস্থিত। এতে আমরা জানা বস্তু বা ঘটনা থেকে অজানা বস্তু বা ঘটনায় পদার্পণ করি। তাই যুক্তিবিদ মিল একে প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের প্রকৃতি

(৩) সাদৃশ্যানুমানে আমরা বিশিষ্ট থেকে বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

সাদৃশ্যানুমানের বেলায় আমরা মাত্র দুটি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাদের একটির ভিত্তিতে অপরটি সম্মন্ধে কোন সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এখানে আমরা একটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা থেকে অপর একটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনায় উপনীত হই।

(৪) সাদৃশ্যানুমান অসম্পূর্ণ সাদৃশ্য জনিত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

সাদৃশ্যানুমানের কার্য-কারণ নিয়মের উপর কোন নির্ভরতা নেই। এখানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে কিনা তা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করা হয় না। এতে নিছক কয়েকটি অপর্যাপ্ত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের প্রকৃতি

(৫) সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য।

সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত নিছক অসম্পূর্ণ সাদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল। এখানে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করবার কোন চেষ্টা করা হয় না। কাজেই এর সিদ্ধান্ত সব সময়ই সম্ভাব্য।

(৬) সাদৃশ্যানুমান বৈজ্ঞানিক আরোহের দিকে একটি পদক্ষেপ।

সাদৃশ্যানুমানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত স্থাপন করলে সেখানে কার্যকারণ সম্পর্কের একটা সম্ভাবনা থাকে। এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তকে ভাল ভাবে পরীক্ষা করলে অনেক সময় কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে অনুমানটি বৈজ্ঞানিক আরোহের পর্যায়ে উন্নীত হয়। তাই সাদৃশ্যানুমান আরোহ অনুসন্ধানের পথনির্দেশ করে।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের প্রকৃতি

(৭) সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য।

বৈজ্ঞানিক আরোহের মত সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়। সাদৃশ্যানুমান যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করে তা সব সময় একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য। এতে মাত্র দুটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে অনুমান সীমাবদ্ধ থাকে। তাই এর সিদ্ধান্ত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু সংক্রান্ত।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব

সাদৃশ্যানুমানের কোনরূপ কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা না করে নিছক অসম্পূর্ণ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। তাই এর সিদ্ধান্ত সব সময়ই সম্ভাব্য। কিন্তু সম্ভাব্যতা একটি মাত্রার ব্যাপার। সম্ভাব্যতা কোন ক্ষেত্রে খুব বেশিও হতে পারে, আবার কোন ক্ষেত্রে খুব কমও হতে পারে। এরূপ একটি অনুমানের সিদ্ধান্তের পক্ষে সত্য হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকতে পারে। অর্থাৎ সেটি প্রায় মিথ্যার কাছাকাছি হতে পারে। আবার একটি সিদ্ধান্তের পক্ষে সত্য হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকতে পারে। অর্থাৎ, সেটি প্রায় নিশ্চিত সত্যের কাছাকাছি হতে পারে। সুতরাং সাদৃশ্যানুমানের মূল্য সব ক্ষেত্রে সমান নয়।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব

সাদৃশ্যানুসারে মূল্য ও গুরুত্ব নিম্নের শর্তগুলোর উপর নির্ভর করে:

১। সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা যত বেশি হবে, অনুমানের সম্ভাবনার মাত্রা তত বেশি হবে। সাদৃশ্যানুমানে প্রদর্শিত সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা বেশি হলে সিদ্ধান্তের সম্ভাবনার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। মাত্র একটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে কোন সিদ্ধান্ত অনুমান করলে তার সম্ভাব্যতা যতটুকু হবে, তার চেয়ে একাধিক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করলে তার সম্ভাবনা অনেক বেশি হবে। যেমন, বুধ গ্রহের সাথে পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সেই তুলনায় মঙ্গল গ্রহের সাথে পৃথিবীর অনেকগুলি বিষয়ে সাদৃশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কাজেই, বুধ গ্রহে জীব বাস করে- এ সিদ্ধান্ত থেকে মঙ্গল গ্রহে জীব বাস করে- এ সিদ্ধান্তটি বেশি সম্ভাবনাপূর্ণ। যুক্তিবিদ মিল ও বেন এ শর্তটির সমর্থক। সাদৃশ্যানুমানের মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে তাঁরা সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব

২। সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর গুরুত্ব যত বেশি হবে, অনুমানের সম্ভাবনার মাত্রা তত বেশি হবে। সাদৃশ্যানুমানে দুজন ব্যক্তি বা দুটি বস্তুর মধ্যে যেসব বিষয়ে সাদৃশ্য দেখানো হয় সেগুলো যদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে সিদ্ধান্তের পক্ষে সত্য হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমিত হলে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের একটা কার্যকারণ সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা জেগে উঠে। যেমন- মানুষের সাথে উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, খাদ্যগ্রহণ, বংশবিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

আবার মানুষের সাথে জীবজন্তুর উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও ইন্দ্রিয়শক্তি, স্নায়ুতন্ত্র, রক্তপ্রবাহ ইত্যাদি কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম দৃষ্টান্ত থেকে অনুমিত উদ্ভিদ বেদনা অনুভব করে এ সিদ্ধান্তটি অপেক্ষা দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত থেকে অনুমিত জীবজন্তু বেদনা অনুভব করে- এ সিদ্ধান্তটি বেশি সম্ভাবনাপূর্ণ হবে। যুক্তিবিদ বোসাঙ্কে ও ওয়েলটন এ শর্তটির সমর্থক। তাঁরা সাদৃশ্যের সংখ্যার চেয়ে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব

৩। সাদৃশ্যের বিষয়গুলো যত বেশি প্রাসঙ্গিক হবে, অনুমানের সম্ভাবনার মাত্রা তত বেশি হবে। সাদৃশ্যানুমানে সিদ্ধান্ত অনুমানের জন্য যেসব বিষয়ে সাদৃশ্য দেখানো হয় সেগুলোকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত অনুমানের পক্ষে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। সিদ্ধান্তের সাথে কোন যোগসূত্র নেই এমন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখানো অর্থহীন। তাই সিদ্ধান্ত অনুমানের পূর্বে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের মধ্যেই সাদৃশ্য অনুসন্ধান করতে হবে। যেমন, কামাল ও জামাল দুই ব্যক্তি এক কঠিন অসুখে আক্রান্ত। কামাল এক বিশেষ ডাক্তারী চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে আমরা যদি অনুমান করতে চাই যে জামাল ঐ চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করবে, তাহলে তার আগে আমাদেরকে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো যেমন- রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে, তাপমাত্রা ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাদৃশ্য অনুসন্ধান করতে হবে।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব

৪। বৈসাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা ও গুরুত্ব যত বেশি হবে অনুমানের সম্ভাবনার মাত্রা তত কম হবে। সাদৃশ্যানুমানে আলোচ্য বিষয়বস্তু দু'টির মধ্যে সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা বেশি হলে এবং সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলে সিদ্ধান্তের সম্ভাবনার মাত্রা হ্রাস পায়। যেমন— মঙ্গল গ্রহের সাথে পৃথিবীর বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা চাঁদের সাথে পৃথিবীর অধিক সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বৈসাদৃশ্য আছে। কাজেই, মঙ্গল গ্রহে জীব বাস করে –এ যুক্তি অপেক্ষা চাঁদে জীব বাস করে-এ যুক্তিটি কম সম্ভাবনাপূর্ণ।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব

৫। জ্ঞাত বিষয়ের তুলনায় অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা যত বেশি হবে, অনুমানের সম্ভাবনার মাত্রা তত কম হবে।

এ শর্তটির অর্থ হচ্ছে-জ্ঞাত বিষয়ের তুলনায় অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা বেশি হলে সিদ্ধান্তের সম্ভাবনার মাত্রা হ্রাস পায়। অনেক সময় আলোচ্য বিষয়বস্তু দু'টির মধ্যে খুব অল্প কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এবং বেশির ভাগ বিষয় অজানা রেখে আমরা সিদ্ধান্ত অনুমান করে বসি। এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের পক্ষে সত্য হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। যেমন- পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের সম্পর্কের তুলনায় পৃথিবী ও শনি গ্রহের সম্পর্কের মধ্যে অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা অধিক। শনি গ্রহের অনেক বিষয়ই এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে অজানা। সুতরাং মঙ্গল গ্রহে জীব বাস করে-এ যুক্তি অপেক্ষা শনি গ্রহে জীব বাস করে-এ যুক্তিটি কম সম্ভাবনাপূর্ণ। তবে এ শর্তটি আত্মবিরোধী। কেননা অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা কখনও নিরূপণ করা যায় না।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব

এখানে উল্লেখ্য যে, সাদৃশ্যানুমানের মূল্য নির্ণয় করতে যেয়ে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যার চেয়ে তাদের প্রকৃতির উপর বেশি জোর দিতে হবে। সাদৃশ্যমূলক বিষয়গুলোর সংখ্যা যদি বেশিও হয়, কিন্তু সেগুলো যদি গুরুত্বপূর্ণ না হয়, তাহলে তার মূল্য কম। আবার সাদৃশ্যমূলক বিষয়গুলোর সংখ্যা যদি কমও হয় এবং সেগুলো যদি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে তার মূল্য বেশি। সংক্ষেপে গুরুত্বহীন সাদৃশ্য বেশি হলেও তার মূল্য কম। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য কম হলেও তার মূল্য বেশি। যুক্তিবিদ ওয়েলটন বলেন, "সাদৃশ্যমূলক অনুমানের একটি যুক্তির গুরুত্ব নির্ভর করে অভিন্নতার প্রকৃতির উপর, সাদৃশ্যের পরিমাণের উপর নয়।"১ যুক্তিবিদ বোসাঙ্কে বলেছেন, "সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা গণনা করবার পরিবর্তে আমাদের উচিত তাদের গুরুত্ব পরিমাপ করা।"

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমান

কোন কোন যুক্তিবিদ সাদৃশ্যানুমানের মূল্য নিরূপণ করতে নিম্নের ভগ্নাংশ ব্যবহার করেন।

সাদৃশ্য÷বৈসাদৃশ্য+অজ্ঞাত বিষয় = সম্ভাবনার মাত্রা।

এ ভগ্নাংশের লব হচ্ছে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো। এদের উপর নির্ভর করে অনুমানের সবলতা। আর হর হচ্ছে বৈসাদৃশ্য ও অজ্ঞাত বিষয়গুলো। এদের উপর নির্ভর করে অনুমানের দুর্বলতা। সুতরাং যে যুক্তিতে তুলনামূলকভাবে লব বড় এবং হর ছোট তার মূল্য বেশি। আর যে. যুক্তিতে হর বড় এবং লব ছোট তার মূল্য কম।

কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে, সব সাদৃশ্যানুমানের মূল্য এভাবে ভগ্নাংশের আকারে প্রকাশ করা যায় না। ভগ্নাংশ ব্যবহার করবার সময় সংখ্যার দিকটিই প্রাধান্য লাভ করে। এতে শুধুমাত্র লব ও হরের সংখ্যা গণনা করা হয়। তাদের গুণ ও প্রকৃতি বিচার করা হয় না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, কোন অনুমানের মূল্য নির্ভর করে যৌথভাবে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের সংখ্যা ও প্রকৃতির উপর। সুতরাং, আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি-যে অনুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সংখ্যাবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ, বৈসাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা খুব নগণ্য এবং যেখানে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পর্যাপ্ত, সেই অনুমানের মূল্য সবচেয়ে বেশি।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমান

(ক) সাধু সাদৃশ্যানুমান (Good Analogy) :

যে সাদৃশ্যানুমানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়, তাকে সাধু সাদৃশ্যানুমান বলে।

সাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত স্থাপনের পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক। কাজেই, সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ অনুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা ও গুরুত্ব বেশি থাকে। আর সেই তুলনায় বৈসাদৃশ্য ও অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা কম থাকে। যেমন-

মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, বংশবিস্তার, খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

. মানুষের প্রাণ আছে।

.. উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে।

এ যুক্তিটিতে মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু ইত্যাদির সাথে প্রাণের অস্তিত্বের একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজেই এটি একটি সাধু সাদৃশ্যমূলক অনুমান।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমান

সাধু সাদৃশ্যানুমানের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

(১) পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যে মাটি, পানি, বায়ু, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। পৃথিবীতে জীব রাস করে। অতএব, মঙ্গল গ্রহে জীব বাস করে।

(২) দু'টি গাছের মধ্যে কান্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা, ফুল ইত্যাদির দিক দিয়ে মিল আছে।- অতএব, ফলের দিক দিয়েও তাদের মধ্যে মিল থাকবে।

(৩) মানুষ ও নিম্নস্তরের জীব-জন্তুর মধ্যে দৈহিক গঠন, স্নায়ুব্যবস্থা, ইন্দ্রিয় সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। দেহে আঘাত দিলে মানুষ বেদনা অনুভর করে। সুতরাং নিম্নস্তরের জীব-জন্তুও অনুরূপভাবে বেদনা অনুভব করে।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমান

(খ) অসাধু সাদৃশ্যানুমান (Bad Analogy):

যে সাদৃশ্যানুমানে কয়েকটি গুরুত্বহীন ও অনাবশ্যক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় তাকে অসাধু সাদৃশ্যানুমান বলে।

অসাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো নিতান্তই অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক। কাজেই, সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে না। এরূপ অনুমানে সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্য ও অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা বেশি থাকে। কাজেই, এর সিদ্ধান্তের পক্ষে সত্য হওয়ার বদলে মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যেমন-

কামাল ও জামাল দুই বন্ধু। তাদের মধ্যে গায়ের বর্ণ, উচ্চতা, দেহের গঠন পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

তাদের মধ্যে কামাল বুদ্ধিমান।

অতএব জামালও বুদ্ধিমান।

এ যুক্তিটিতে কয়েকটি গুরুত্বহীন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে। বাস্তবে গায়ের বর্ণ, উচ্চতা ইত্যাদির সাথে বুদ্ধির অস্তিত্বের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। কাজেই যুক্তিটি একটি অসাধু সাদৃশ্যানুমান।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমান

অসাধু সাদৃশ্যানুমানের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

(১) মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, বংশ বিস্তার, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। মানুষের বুদ্ধি আছে। সুতরাং উদ্ভিদেরও বুদ্ধি আছে।

(২) মানুষের মত রেডিও হাসে, কাঁদে, কথা বলে এবং গান গায়। মানুষের বুদ্ধি আছে। অতএব রেডিওর বুদ্ধি আছে।

(৩) নানাদিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, একটি জীবদেহের সাথে তার হৃৎপিণ্ডের যেরূপ সম্পর্ক, একটি দেশের সাথে তার প্রধান নগরীর সম্পর্কও সেরূপ। হৃৎপিণ্ডের বর্ধিত অবস্থা একটি রোগ বিশেষ। অতএব, প্রধান নগরীর বর্ধিত অবস্থাও একটি রোগ বিশেষ।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে পার্থক্য

যে সাদৃশ্যানুমানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়, তাকে সাধু সাদৃশ্যানুমান বলে। যেমন-মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, বংশবিস্তার, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। মানুষের প্রাণ আছে। সুতরাং উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে।
পক্ষান্তরে, যে সাদৃশ্যানুমানে কয়েকটি গুরুত্বহীন ও অনাবশ্যক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় তাকে অসাধু সাদৃশ্যানুমান বলে। যেমন-মানুষ ও রেডিওর মধ্যে হাসি, কান্না, কথা বলা, গান গাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। মানুষের বুদ্ধি আছে। সুতরাং রেডিওর বুদ্ধি আছে।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে পার্থক্য

সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে নিম্নের পার্থক্যগুলো বর্তমান :

(১) সাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত স্থাপনের পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক এবং একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অসাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক এবং সাথে সাথে গুরুত্বহীন।

(২) সাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তাদের সাথে অনুমিত বিষয়ের একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অসাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো গুরুত্বহীন হওয়ায় তাদের সাথে সিদ্ধান্তের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা - থাকে না।

(৩) সাধু সাদৃশ্যানুমানে বৈসাদৃশ্য, ও অজ্ঞাত বিষয়ের তুলনায় সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা বেশি থাকে। ফলে এর মূল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অসাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্য ও অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা বেশি থাকে। ফলে এর মূল্য বহুলাংশে হ্রাস পায়।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে পার্থক্য

(৪) সাধু সাদৃশ্যানুমানে কার্য-কারণ সম্পর্কের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকে বলে এর সিদ্ধান্তের পক্ষে সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কিন্তু অসাধু সাদৃশ্যানুমানে ঐরূপ কোন ইঙ্গিত থাকে না বলে এর সিদ্ধান্তের পক্ষে সত্য হওয়ার বদলে মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

(৫) সাধু সাদৃশ্যানুমান প্রকৃতির নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত জ্ঞান ও সুসঙ্গত চিন্তাধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ফলে এরূপ অনুমান জ্ঞান চর্চার পক্ষে সহায়ক। অপরদিকে, অসাধু সাদৃশ্যানুমান ব্যক্তিগত বিশ্বাস। সামাজিক কুসংস্কার ও কাল্পনিক ধারণার উপর নির্ভরশীল। ফলে এরূপ অনুমান জ্ঞান চর্চার পক্ষে অন্তরায়।

(৬) সাধু সাদৃশ্যানুমান বিজ্ঞানসম্মত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর মাধ্যমে কার্য-কারণ সম্পর্কের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথ-নির্দেশ করে। কিন্তু অসাধু সাদৃশ্যানুমান নিতান্তই লৌকিক। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়। কোন বাস্তব সত্যের সন্ধান মেলে না।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

প্রকৃতির নিয়মানুবির্ততা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার সাহায্যে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তি বাক্য স্থাপন করবার প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে।

অপরপক্ষে, দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যদি অনুমান করা হয় যে, তাদের একটি কোন বিশেষ গুণের অধিকারী বলে অপরটিও ঐ গুণের অধিকারী হবে, তাহলে যে অনুমান করা হয় তার নাম সাদৃশ্যানুমান।

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহ উভয়েই প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রক্রিয়াতেই আরোহের প্রাণকেন্দ্র বা আরোহমূলক লম্ফ বর্তমান। উভয় প্রক্রিয়াতেই বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। তবুও এদের মধ্যে নিম্নের কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়:

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(১) বৈজ্ঞানিক আরোহ বিশেষ থেকে সার্বিকে উপনীত হয়। কিন্তু সাদৃশ্যানুমান বিশিষ্ট থেকে বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

বৈজ্ঞানিক আরোহের বেলায় আমরা বিশেষ কয়েকটি বস্তু বা ঘটনার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একই জাতীয় সমুদয় বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এখানে আমরা 'কিছু থেকে সকলে' গমন করি। কিন্তু সাদৃশ্যানুমানের বেলায় আমরা মাত্র দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাদের সম্মন্ধে কোন সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এখানে আমরা, 'বিশিষ্ট থেকে বিশিষ্টে' গমন করি।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(২) বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ সম্পর্কজনিত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আর সাদৃশ্যানুমান অসম্পূর্ণ সাদৃশ্যজনিত জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

বৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে তাদের উপর পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করে দু'টি ঘটনার মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করি এবং তারই ভিত্তিতে সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করি। যেমন- কতিপয় মানুষের মৃত্যুর ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে মানুষ ও মরণশীলতার মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবার পর আমরা সকল মানুষের মরণশীলতা সম্মন্ধে সিদ্ধান্ত অনুমান করি। কিন্তু সাদৃশ্যানুমানে কার্য-কারণ সম্পর্কের উপর কোন নির্ভরতা নেই। এখানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে কিনা তা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করা হয় না, যেমন- পৃথিবীতে জীবের বসবাস দেখে আমরা মঙ্গল গ্রহে জীবের বসবাস আছে বলে অনুমান করি তখন মাটি, পানি, বায়ু ইত্যাদির সাথে জীবনের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখি না। আমরা নিছক কয়েকটি অপর্যাপ্ত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত অনুমান করে বসি।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(৩) বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত, কিন্তু সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য।
বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এর সিদ্ধান্ত সব সময়ই নিশ্চিত। কিন্তু সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত নিছক অসম্পূর্ণ সাদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল। এখানে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার বা প্রমাণের কোন চেষ্টা করা হয় না। কাজেই, এর সিদ্ধান্ত সব সময়ই সম্ভাব্য।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(৪) সাদৃশ্যানুমানকে বৈজ্ঞানিক আরোহের দিকে একটি পদক্ষেপ বলে মনে করা যেতে পারে। সাদৃশ্যানুমানে যদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় তাহলে সেখানে কার্য-কারণ সম্পর্কের একটা সম্ভাবনা থাকে। সাদৃশ্যানুমানের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তকে ভালভাবে পরীক্ষা করলে সেখানে অনেক সময় কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয় এবং অনুমানটি শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক আরোহের পর্যায়ে উন্নীত হয়। তাই সাদৃশ্যানুমান কার্য-কারণ সম্পর্কের একটি ইঙ্গিত দেয় এবং আরোহ অনুসন্ধানের পথ নির্দেশ করে।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(৫) বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য, কিন্তু সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য।

বৈজ্ঞানিক আরোহ যে সিদ্ধান্তটি স্থাপন করে তা সব সময়ই একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য। এখানে বিশিষ্ট ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে সমুদয় ঘটনা সম্পর্কে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। কিন্তু সাদৃশ্যানুমান যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করে তা সব সময় একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য। এখানে সাদৃশ্যমূলক দু'টি বস্তুর মধ্যে একটির ভিত্তিতে অপরটি সম্মন্ধে একটি সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। তাই এর সিদ্ধান্ত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু সংক্রান্ত।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(৬) বৈজ্ঞানিক আরোহ সম্পূর্ণ আরোহ, কিন্তু সাদৃশ্যানুমান অসম্পূর্ণ আরোহ।
বৈজ্ঞানিক আরোহ হল একটি প্রকৃত ও সম্পূর্ণ আরোহ যেহেতু এতে আরোহের সবগুলো লক্ষণ বর্তমান। কিন্তু সাদৃশ্যানুমান প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত হলেও এটা একটি অসম্পূর্ণ আরোহ পদ্ধতি। কেননা, এতে আমরা 'বিশেষ থেকে বিশেষে' গমন করি এবং এতে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের কার্য-কারণ সম্পর্ক উদঘাটন করা হয় না।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করবার চেষ্টা না করে কেবল মাত্র কয়েকটি অবাধ ও বিরোধহীন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করবার পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। অপরপক্ষে, দু'টি বস্তুর মধ্যে কতিপয় সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাদের একটি যে গুণের অধিকারী, অপরটিকেও সেই গুণের অধিকারী বলে অনুমান করবার পদ্ধতিকে সাদৃশ্যানুমান বলে।

সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে নিম্নের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় :

প্রথমত, সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয়ই প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকার আরোহেই 'জানা থেকে অজানায়' গমন বা আরোহমূলক লম্ফ উপস্থিত।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

দ্বিতীয়ত, সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় ক্ষেত্রেই বাস্তব ঘটনার পর্যবেক্ষণ উপস্থিত। অবৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে আমরা অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাস্তব ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করি। সাদৃশ্যানুমানেও আমরা দু'টি ভিন্ন বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে তাদের ভিতর সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সন্ধান করি।

তৃতীয়ত, সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ কোনটিতেই সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয় না। তাই উভয়ের সিদ্ধান্তই সম্ভাব্য।

চতুর্থত, সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয়ই লৌকিক আরোহ। সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে এ দুই প্রকার আরোহের সাহায্যে অনুমান করে থাকে।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে উপরোক্ত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে নিম্নের পার্থক্যগুলো বর্তমান :

প্রথমত, সাদৃশ্যানুমানে অসম্পূর্ণ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহে অবাধ ও বিরোধহীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়।

দ্বিতীয়ত, সাদৃশ্যানুমান 'এক থেকে আর একে' গমন করে। এখানে মাত্র দু'টি বস্তুর মধ্যে অনুমান সীমাবদ্ধ। এদের একটির ভিত্তিতে অপরটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ 'কিছু থেকে সকলে' গমন করে। এখানে কতিপয় দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করে সমুদয় দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়।

তৃতীয়ত, সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য। কেননা, এর সিদ্ধান্ত একটি বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধীয়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

চতুর্থত, সাদৃশ্যানুমানের মূল্য নির্ভর করে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা ও প্রকৃতির উপর। সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা যত বেশি হয় এবং তা যত গুরুত্বপূর্ণ হয়, অনুমান তত বেশি সম্ভাব্য হয়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য নির্ভর করে দৃষ্টান্তের সংখ্যা ও প্রকৃতির উপর। দৃষ্টান্ত সংখ্যাবহুল হলে এবং কোন বিরোধী দৃষ্টান্তের সন্ধান না পেলে এর সিদ্ধান্ত বেশি সম্ভাব্য হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৩ – আরোহের প্রকারভেদ

টপিক – ০৫ অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

টপিক ০৫: অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

যে সব আরোহ প্রক্রিয়ায় আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত তাদেরকে অপ্রকৃত আরোহ বলে।

যুক্তিবিদ মিলের মতে, 'আরোহমূলক লম্ফ' হচ্ছে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যটি যাদের মধ্যে অনুপস্থিত তারাই অপ্রকৃত আরোহ। আরোহ অনুমানে আমরা জানা থেকে অজানায়, কিছু থেকে সকলে এবং নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিত ঘটনায় গমন করি। এভাবে জানা থেকে অজানায় গমন করাকেই আরোহমূলক লম্ফ বলা হয়।

মিলের মতে এ আরোহমূলক লম্ফ হচ্ছে আরোহের প্রাণকেন্দ্র। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ আরোহ, যুক্তি-সাম্যমূলক আরোহ এবং ঘটনা সংযোজনে এ বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত। তাই এরা অপ্রকৃত আরোহ। মিলের মতে এ প্রক্রিয়াগুলো দেখতেই শুধু আরোহের মত। কিন্তু এদের মধ্যে জানা থেকে অজানায় কোন গমন নেই। কাজেই এরা আরোহ নামের অযোগ্য। তাঁর ভাষায় এরা তথাকথিত অসঙ্গত আরোহ'। সুতরাং অপ্রকৃত আরোহ তিন প্রকার, যথা-

১। পূর্ণাঙ্গ আরোহ- Perfect Induction

২। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ-Induction by Parity of Reasoning

এবং ৩। ঘটনা সংযোজন- Colligation of Facts

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

পূর্ণাঙ্গ আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

কোন তথাকথিত সার্বিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষার পর সেই সার্বিক যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করবার পদ্ধতিকে পূর্ণাঙ্গ আরোহ বা পূর্ণ গণনামূলক আরোহ বলে।

পূর্ণাঙ্গ আরোহে আমরা কোন একটি ক্ষুদ্র সমষ্টির অন্তর্গত প্রতিটি দৃষ্টান্তকে পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা করি। তারপর যদি দেখি যে, কোন একটি কথা তাদের প্রত্যেকের বেলায় সত্য, তাহলে অনুমান করি যে উক্ত কথাটি সবার বেলায় সত্য।

উদাহরণস্বরূপ, একটি ঝুড়িতে বিশটি আম আছে। আমি একটি একটি করে ঝুড়ির সব কয়টি আমেরই স্বাদ গ্রহণ করলাম এবং দেখলাম যে, প্রতিটি আমই মিষ্টি। তখন আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে, ঝুড়ির সবগুলো আমই মিষ্টি। অনুরূপভাবে, একটি বাগানে কতকগুলো গাছ আছে। আমি সেখানে যেয়ে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি গাছকে পরীক্ষা করলাম এবং দেখলাম যে, প্রত্যেকটি গাছই আম গাছ। তখন আমি অনুমান করলাম যে, বাগানের সবগুলো গাছই আম গাছ। এ`` ধরনের অনুমানকেই পূর্ণাঙ্গ আরোহ বলে।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

পূর্ণাঙ্গ আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

পূর্ণাঙ্গ আরোহকে 'পূর্ণ গণনামূলক আরোহ' (Induction by Complete Enumeration) বলা হয়, কারণ এখানে সবগুলো বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের গণনা শেষ করবার পর সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। পূর্ণাঙ্গ আরোহের সিদ্ধান্ত সব সময়ই নিশ্চিত। সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে সবগুলো দৃষ্টান্তই পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। একটি দৃষ্টান্তও বাদ রাখা হয় না। তাই মধ্যযুগীয় যুক্তিবিদগণ (Scholastic Logicians) একে নিখুঁত বা নির্দোষ আরোহ বলে অভিহিত করেছেন।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

পূর্ণাঙ্গ আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ

পূর্ণাঙ্গ আরোহের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হলো:

(১) বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল প্রভৃতি প্রত্যেকটি গ্রহই সূর্যের চারদিকে ঘোরে। সুতরাং সকল গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

(২) জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল প্রভৃতি প্রত্যেকটি ইংরেজি মাসের দিন সংখ্যা ৩২ থেকে কম। সুতরাং ইংরেজি সকল মাসের দিন সংখ্যাই ৩২ থেকে কম।

(৩) একটি শ্রেণীর ২৫জন ছাত্রের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তারা প্রত্যেকেই মেধাবী। সুতরাং শ্রেণীর সকল ছাত্রই মেধাবী।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

কোন তথাকথিত সার্বিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষার পর সেই সার্বিক যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করবার পদ্ধতিকে পূর্ণাঙ্গ আরোহ বলে। যেমন-একটি ঝুড়িতে বিশটি আম আছে। আমি একটি একটি করে সব কয়টি আমেরই স্বাদ গ্রহণ করলাম এবং দেখলাম যে প্রতিটি আমই মিষ্টি। তখন আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে ঝুড়ির সবগুলো আমই মিষ্টি।

অপরপক্ষে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার অভিজ্ঞতার সাহায্যে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করবার প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। যেমন-রাম, রহিম, করিম, প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে এবং কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত অনুমান করি যে, সকল মানুষ হয় মরণশীল।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে নিম্নের পার্থক্যগুলো বর্তমান :

প্রথমত, বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি প্রকৃত আরোহ। এতে আরোহের' সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আরোহ একটি অপ্রকৃত আরোহ। কেননা এতে আরোহের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ অনুপস্থিত।

দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভরশীল। এতে সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে ঘটনাবলীকে যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দু'টি ঘটনার মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আরোহ কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভরশীল নয়। এতে সবগুলো দৃষ্টান্ত গণনার মাধ্যমে সরাসরি সিদ্ধান্তে গমন করা হয়।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহমূলক লম্ফ উপস্থিত। এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষার পর সমুদয় দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এখানে আমরা কিছু থেকে সকলে বা জানা থেকে অজানায় গমন করি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আরোহে আরোহমূলক লম্ফ অনুপস্থিত। কেননা এতে আমরা সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে সবগুলো দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করি। অর্থাৎ এতে আমরা সকল থেকে সকলে গমন করি। কাজেই এখানে জানা থেকে অজানায় কোন পদক্ষেপ নেই।

চতুর্থত, বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত একটি খাঁটি সার্বিক যুক্তিবাক্য। এতে অনির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুর উপর কোন বক্তব্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আরোহের সিদ্ধান্ত দেখতেই শুধু সার্বিক যুক্তিবাক্যের মত। আসলে সেটি সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়। কেননা এর সিদ্ধান্ত অল্প কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের সমষ্টি মাত্র। এর মধ্যে দৃষ্টান্তের সংখ্যা খুবই সীমিত।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

পূর্ণাঙ্গ আরোহ কি যথার্থ আরোহ?

যুক্তিবিদ মিল ও বেনের মতে পূর্ণাঙ্গ আরোহ সত্যিকারের আরোহ নয়। পূর্ণাঙ্গ আরোহকে নিখুঁত আরোহ বলা দূরে থাক, তাঁরা একে আরোহ বলে স্বীকার করতেই রাজী নন। তাঁদের মতে দু'টি কারণে পূর্ণাঙ্গ আরোহকে আরোহ বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রথমত, পূর্ণাঙ্গ আরোহে আরোহের প্রাণকেন্দ্র অর্থাৎ আরোহমূলক লম্ফ অনুপস্থিত। কাজেই এতে জানা থেকে অজানায় কোন পদক্ষেপ নেই। এর সিদ্ধান্তটি' নতুন কোন জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে না। ঘটনা পর্যবেক্ষণের সময় যেটুকু পাওয়া যায় তাকেই এর সিদ্ধান্তের আকারে প্রকাশ করা হয়। আরোহ অনুমান হলো কিছু থেকে সকলে গমন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আরোহ হলো সকল থেকে সকলে গমন। তাই এ ধরনের অনুমান আরোহের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যুক্তিবিদ বেন বলেন, "পূর্ণাঙ্গ আরোহে কোন প্রকৃত অনুমান নেই, কোন জ্ঞানের অগ্রগতি নেই, কোন নতুন জ্ঞানের সংযোজন নেই।" আবার মিল বলেন, "পূর্ণাঙ্গ আরোহ হলো নিছক জ্ঞাত ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত সমষ্টিকরণ।"সুতরাং একে আদৌ আরোহ বলা চলে না।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

পূর্ণাঙ্গ আরোহ কি যথার্থ আরোহ?

দ্বিতীয়ত, পূর্ণাঙ্গ আরোহের সিদ্ধান্তটি দেখতেই শুধু সার্বিক যুক্তিবাক্যের মত; কিন্তু আসলে সেটি সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়। এটা কতকগুলো বিশেষ যুক্তিবাক্যের সমষ্টি মাত্র। একটি খাঁটি সার্বিক যুক্তিবাক্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি অথবা বস্তুর উপর কোন বক্তব্য প্রকাশিত হয়। যেমন- 'সকল গরু হয় চতুষ্পদ।' এখানে গরুর সংখ্যা অসংখ্য ও অগণিত। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আরোহের সিদ্ধান্তটি অল্প কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের সমষ্টি মাত্র। এর মধ্যে বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের সংখ্যা খুবই সীমিত। তাই এরূপ যুক্তিবাক্যকে সার্বিক যুক্তিবাক্য বলা চলে না।

সুতরাং পূর্ণাঙ্গ আরোহ একটি খাঁটি বা যর্থাথ আরোহ নয়। একে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না। উপরোক্ত দু'টি কারণে যুক্তিবিদ মিল ও বেন একে তথাকথিত অসঙ্গত আরোহ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য ও গুরুত্ব

পূর্ণাঙ্গ আরোহে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আরোহমূলক লম্ফ অনুপস্থিত। তাছাড়াও এর সিদ্ধান্ত খাঁটি সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়। এ দুই কারণে পূর্ণাঙ্গ আরোহকে প্রকৃত আরোহ বলা চলে না, একথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে এরূপ আরোহের কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই, একথা বলা যায় না। যুক্তিবিদ জেভন্স এর প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ঘটনাকে একত্রে সংযুক্ত করে সংক্ষেপে প্রকাশ করবার দরকার বিজ্ঞানে আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এর ব্যবহার কম নয়। পূর্ণাঙ্গ আরোহ আমাদেরকে বেশ কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ঘটনাবলীকে একত্রে গ্রথিত করে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। এ প্রক্রিয়াটি আমাদের মানসিক পরিশ্রম লাঘব করে এবং আমাদের মূল্যবান সময়কে অপচয়ের হাত হতে রক্ষা করে। আমরা যদি একটি শ্রেণীর ২৫ জন ছাত্র সম্মন্ধে বলতে বা লিখতে শুরু করি-রফিক হয় মেধাবী, শফিক, হয় মেধাবী, মতিন হয় মেধাবী, বশীর হয় মেধাবী ইত্যাদি। তাহলে ব্যাপারটি খুবই বিরক্তিকর হবে। এভাবে না করে যদি বলি-শ্রেণীর সব ছাত্রই মেধাবী, তাহলে খুব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য প্রকাশিত হয়ে গেল। তাই পূর্ণাঙ্গ আরোহ প্রকৃত আরোহ না হলেও আমাদের কাছে এটা খুবই প্রয়োজনীয়।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ

যে যুক্তির সাহায্যে একটি বিশেষ ঘটনাকে প্রমাণ করা যায় সেই একই যুক্তির সাহায্যে সমজাতীয় অন্যান্য ঘটনাকেও প্রমাণ করা যায়-এ নীতির উপর নির্ভর করে কোন সার্বিক সিদ্ধান্ত স্বাপন করবার পদ্ধতিকে যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ বলে।

এরূপ অনুমানে আমরা যুক্তির সমতা বা সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করেই ঐ জাতীয় সমুদয় ক্ষেত্র সম্মন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। যেমন- বোর্ডের উপর ক খ গ ত্রিভুজটি অংকন করে প্রমাণ করলাম যে, এর তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান। তারপর যুক্তি সাম্যের উপর ভিত্তি করে এ প্রমাণটিকে অন্যান্য ত্রিভুজের বেলায় প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত করলাম যে, সকল ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান। এখানে আমরা যে যুক্তির সাহায্যে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের পরিমাপ নির্ণয় করি সেই একই যুক্তির সাহায্যে অপরাপর ত্রিভুজের তিন কোণের পরিমাপ সম্মন্ধে সিদ্ধান্ত অনুমান করি।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ জ্যামিতির ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য। তাই একে 'জ্যামিতিক আরোহ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ প্রকার অনুমানে একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত টানা হলেও এর সিদ্ধান্ত সচরাচর নিশ্চিত। কেননা জ্যামিতিক প্রমাণগুলো কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ সূত্রের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন যুক্তিবিদের মতে সার্বিক সত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ, অবৈজ্ঞানিক আরোহ এবং বৈজ্ঞানিক আরোহ থেকেও বেশি উপযোগী। অবৈজ্ঞানিক আরোহে বিপুল সংখ্যক দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করেও কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। আবার বৈজ্ঞানিক আরোহে একাধিক দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করা হলেও কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার না করা পর্যন্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। কিন্তু যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করেই নিশ্চিত সার্বিক সত্যে পৌঁছানো যায়। তবুও এ ধরনের অনুমান প্রকৃত আরোহের মর্যাদা লাভে সক্ষম নয়। কেননা, এতে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। তাই যুক্তিবিদ মিল একে তথাকথিত আরোহ নামে অভিহিত করেছেন।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে আমরা যুক্তির সমতা বা সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করেই ঐ জাতীয় সমুদয় ক্ষেত্র সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। অপরপক্ষে, বৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার সাহায্যে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করি।

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও যুক্তিসাম্যমূলক আরোহের মধ্যে নিম্নের পার্থক্যগুলো লক্ষণীয়:

প্রথমত, বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি প্রকৃত আরোহ। এতে আরোহের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। কিন্তু যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ একটি অপ্রকৃত আরোহ। এতে আরোহের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। তাই একে তথাকথিত অসঙ্গত আরোহ বলা হয়।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক আরোহ ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। এখানে সিদ্ধান্ত অনুমানের পূর্বে আমরা একাধিক বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করি। কিন্তু যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে ঘটনা পর্যবেক্ষণ অনুপস্থিত। এখানে আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করি এবং তা অন্যান্য সমুদয় দৃষ্টান্তকেই প্রতিনিধিত্ব করে। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে আমরা কোন ত্রিভুজকে নিরীক্ষণ করি না, ত্রিভুজের চিত্রকে ব্ল্যাক বোর্ডে অঙ্কন করি এবং এর 'তিনটি কোণ দুই সমকোণের সমান' প্রমাণ করবার পর সিদ্ধান্ত করি যে, প্রত্যেক ত্রিভুজের তিনটি কোণ দুই সমকোণ।

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহমূলক লম্ফ বর্তমান। এখানে আমরা জানা ঘটনা থেকে অজানা ঘটনায় পদার্পণ করি। কিন্তু যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে ঘটনা পর্যবেক্ষণ না থাকায় আরোহমূলক লম্ফও অনুপস্থিত। এখানে জানা থেকে অজানায় কোন পদক্ষেপ নেই। এখানে একটি দৃষ্টান্ত প্রমাণ করবার পর অপরাপর দৃষ্টান্ত সম্মন্ধে জানার আর কিছু বাকী থাকে না।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

চতুর্থত, বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি খাঁটি আরোহ অনুমান। কিন্তু যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ এক প্রকার জ্যামিতিক অনুমান। এ অনুমান অবরোহ অনুমানের প্রকৃতি বিশিষ্ট। জ্যামিতিতে কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম ও সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে অবরোহ পদ্ধতিতে অন্যান্য সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহেও ঠিক একইভাবে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ত্রিভুজের তিন কোণের পরিমাণ নির্ণয় করবার সময় ত্রিভুজের সংজ্ঞার উপর নির্ভর করি। সুতরাং এটি একটি অবরোহ প্রক্রিয়া, আরোহ প্রক্রিয়া নয়।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ কি প্রকৃত আরোহ?

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ প্রকৃত আরোহ কিনা তা নির্ণয় করবার আগে নিম্নের বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য:

প্রথমত, যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আরোহমূলক লম্ফ অনুপস্থিত। এখানে জানা থেকে অজানার কোন পদক্ষেপ নেই। এখানে একটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করবার পর অপরাপর দৃষ্টান্ত সম্মন্ধে জানার আর কিছু বাকী থাকে না।

দ্বিতীয়ত, যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে বিশেষ ঘটনার পর্যবেক্ষণ অনুপস্থিত। এখানে আমরা বিশেষ কয়েকটি ত্রিভুজকে পরীক্ষার পর সকল ত্রিভুজ সম্মন্ধে কোন বক্তব্য প্রকাশ করি না। এখানে আমরা একটিমাত্র ত্রিভুজকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে কোন একটা বিষয়কে প্রমাণ করবার চেষ্টা করি। একটি ত্রিভুজই এখানে সমুদয় ত্রিভুজকে প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং যা উক্ত ত্রিভুজের বেলায় প্রমাণিত হবে তা সব ত্রিভুজের বেলায়ই প্রমাণিত বলে ধরে নিতে হবে।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ কি প্রকৃত আরোহ?

তৃতীয়ত, যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ এক প্রকার জ্যামিতিক অনুমান। এ অনুমান অবরোহ অনুমানের প্রকৃতি বিশিষ্ট। জ্যামিতিতে আমরা কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম ও সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে অবরোহ পদ্ধতিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত স্থাপন করি। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহেও আমরা ঠিক একইভাবে সিদ্ধান্ত অনুমান করি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ত্রিভুজের তিন কোণের পরিমাণ নির্ণয় করবার সময়

ত্রিভুজের সংজ্ঞার উপর নির্ভর করি। অর্থাৎ আমরা প্রথমে ত্রিভুজকে 'তিন বাহু দ্বারা বেষ্টিত একটি সমতলক্ষেত্র' বলে গ্রহণ করি। এ সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে অবরোহ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত করি যে, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তিসাম্যমূলক অনুমান একটি আরোহ প্রক্রিয়া নয়। এটি একটি অবরোহ প্রক্রিয়া।

উপরোক্ত কারণবশঃ যুক্তিসাম্যমূলক আরোহকে প্রকৃত আরোহ বলা চলে না। এটি একটি অপ্রকৃত আরোহ। যুক্তিবিদ মিল একে তথাকথিত অসঙ্গত আরোহ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ কি প্রকৃত আরোহ?

তৃতীয়ত, যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ এক প্রকার জ্যামিতিক অনুমান। এ অনুমান অবরোহ অনুমানের প্রকৃতি বিশিষ্ট। জ্যামিতিতে আমরা কতকগুলো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম ও সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে অবরোহ পদ্ধতিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত স্থাপন করি। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহেও আমরা ঠিক একইভাবে সিদ্ধান্ত অনুমান করি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ত্রিভুজের তিন কোণের পরিমাণ নির্ণয় করবার সময়

ত্রিভুজের সংজ্ঞার উপর নির্ভর করি। অর্থাৎ আমরা প্রথমে ত্রিভুজকে 'তিন বাহু দ্বারা বেষ্টিত একটি সমতলক্ষেত্র' বলে গ্রহণ করি। এ সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে অবরোহ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত করি যে, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তিসাম্যমূলক অনুমান একটি আরোহ প্রক্রিয়া নয়। এটি একটি অবরোহ প্রক্রিয়া।

উপরোক্ত কারণবশঃ যুক্তিসাম্যমূলক আরোহকে প্রকৃত আরোহ বলা চলে না। এটি একটি অপ্রকৃত আরোহ। যুক্তিবিদ মিল একে তথাকথিত অসঙ্গত আরোহ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

ঘটনা সংযোজন

কতকগুলো নিরীক্ষিত ঘটনাকে একটি সাধারণ ধারণার সাহায্যে সংযোজিত করবার মানসিক প্রক্রিয়াকে ঘটনা সংযোজন বলে।

ঘটনা সংযোজনে আমরা কতকগুলো জানা বা দৃষ্ট ঘটনাকে একটি ধারণার মাঝে একত্রীকরণ করি। যুক্তিবিদ মিল বলেন, "ঘটনা সংযোজন হলো মনের সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা প্রকৃত নিরীক্ষিত ঘটনাবলীকে একটি বর্ণনার অধীনে আনয়ন করি অথবা যার সাহায্যে আমরা সংখ্যা বহুল বিষয়কে একটি একক যুক্তিবাক্যের আকারে সংক্ষেপিত করতে পারি।"

উদাহরণস্বরূপ, একজন নাবিক মহাসাগরের মাঝখানে একখন্ড ভূমি দেখতে পান। তিনি প্রথমে বুঝতে পারেননি ভূখণ্ডটি কোন দ্বীপ, না উপদ্বীপ। তাই তিনি এর চারিদিকে নৌ-চালনা শুরু করলেন এবং একে পুরাপুরি প্রদক্ষিণ করে যাত্রাস্থলে ফিরে আসলেন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, ভূখন্ডটি একটি দ্বীপ। এরূপ অনুমানকে ঘটনা সংযোজন বলা হয়। এখানে নাবিকটি ভূখণ্ডটি প্রদক্ষিণ করবার সময় এর যে বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে নিরীক্ষণ করেছিলেন সেগুলোকে একটি দ্বীপের ধারণার মধ্যে সংযোজিত করলেন।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

ঘটনা সংযোজন

যুক্তিবিদ তুইওয়েল ঘটনা সংযোজনকে প্রকৃত আরোহ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে প্রতিটি আরোহই আসলে ঘটনা সংযোজন। কেননা প্রতিটা আরোহেই আমরা বিশেষ বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণের পর সেগুলোকে একত্র সংযোজন করে সিদ্ধান্তের আকারে প্রকাশ করি। কিন্তু যুক্তিবিদ মিল-এর মতে ঘটনা সংযোজন আদৌ একটি আরোহ নয়। কারণ এতে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো অনুপস্থিত। তিনি একে 'তথাকথিত অসঙ্গত আরোহ' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

কতকগুলো নিরীক্ষিত ঘটনাকে একটি সাধারণ ধারণার সাহায্যে সংযোজিত করবার মানসিক প্রক্রিয়াকে ঘটনা সংযোজন বলে। ঘটনা সংযোজনে আমরা কতকগুলো জানা বা দৃষ্ট ঘটনাকে একটি ধারণার মাঝে একত্রীকরণ করি।

অপরপক্ষে, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার অভিজ্ঞতার সাহায্যে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করবার প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

প্রথমত, ঘটনা সংযোজনে আরোহমূলক লম্ফ নেই। অর্থাৎ এতে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে, বিশেষ থেকে সামান্যে ও জানা থেকে অজানায় কোন পদক্ষেপ নেই। এরূপ অনুমানে নিরীক্ষিত ঘটনাবলীকে একটি ধারণার মাধ্যমে আবদ্ধ করা হয় মাত্র। জানা ঘটনাকেই একটি ধারণার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে আরোহমূলক লম্ফ। এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষার পর সমুদয় দৃষ্টান্ত সম্মন্ধে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য অনুমান করি। অর্থাৎ এখানে আমরা কিছু থেকে সকলে, জানা থেকে অজানায়, নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিত ঘটনায় পদার্পণ করি।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

দ্বিতীয়ত, ঘটনা সংযোজনে ঘটনাবলীর মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয় না। এতে দৃষ্ট ঘটনাবলীকে শুধুমাত্র বর্ণনা দেওয়া হয়। তাদেরকে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে ঘটনাবলীর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে শুধুমাত্র ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয় না। তাদেরকে ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়।

তৃতীয়ত, ঘটনা সংযোজন একটি আরোহমূলক প্রক্রিয়া নয়। এটি আসলে একটি অবরোহমূলক প্রক্রিয়া। অবরোহ, অনুমানে আমরা সামান্য ধারণা থেকে বিশেষ ধারণায় উপনীত হই। সেরূপ ঘটনা সংযোজনের বেলায় আমাদের মনের মধ্যে আগে থেকেই যে ধারণা তাকে তার সহায়তায় আমরা একটি বিশেষ ধারণাকে স্থাপন করি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি খাঁটি ও আদর্শ আরোহ প্রক্রিয়া। কেননা আরোহের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে উপস্থিত।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

চতুর্থত, ঘটনা সংযোজনের সিদ্ধান্তটি একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়। এটি বিশিষ্ট ধারণার প্রতিবেদনকারী একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত সব সময়ই একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঘটনা সংযোজন একটি অপ্রকৃত আরোহ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি প্রকৃত আরোহ। অবশ্য সব আরোহের মধ্যেই কিছুটা ঘটনা সংযোজন আছে। কিন্তু মিল বলেন, "আরোহ ঘটনা সংযোজন হতে পারে, কিন্তু ঘটনা সংযোজন আরোহ নয়।"

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

ঘটনা সংযোজন কি প্রকৃত আরোহ?

ঘটনা সংযোজন একটি প্রকৃত আরোহ কিনা তা নির্ণয় করবার আগে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:
প্রথমত, ঘটনা সংযোজনে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য বা আরোহমূলক লম্ফ অনুপস্থিত। এতে জানা থেকে অজানায়, কিছু থেকে সকলে, নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিত ঘটনায় কোন পদক্ষেপ নেই। এরূপ অনুমানে নিরীক্ষিত ঘটনাবলীকে একটি ধারণার মাধ্যমে আবদ্ধ করা হয় মাত্র। এখানে জানা ঘটনাকেই একটি ধারণার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।
দ্বিতীয়ত, ঘটনা সংযোজনে ঘটনাবলীর মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করবার চেষ্টা করা হয় না। এতে দৃষ্ট ঘটনাবলীকে শুধুমাত্র বর্ণনা দেওয়া হয়। তাদেরকে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় না।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

ঘটনা সংযোজন কি প্রকৃত আরোহ?

তৃতীয়ত, ঘটনা সংযোজন একটি আরোহমূলক প্রক্রিয়া নয়। এটি আসলে একটি অবরোহমূলক প্রক্রিয়া। অবরোহ অনুমানে আমরা সামান্য ধারণা থেকে বিশেষ ধারণায় উপনীত হই। সেরূপ ঘটনা সংযোজনের বেলায় আমাদের মনের মধ্যে আগে থেকেই যে ধারণা থাকে তার সহায়তায় আমরা একটি বিশেষ ধারণাকে স্থাপন করি।

চতুর্থত, ঘটনা সংযোজনের সিদ্ধান্তটি একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়। এটি বিশিষ্ট ধারণার প্রতিবেদনকারী একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঘটনা সংযোজনে আরোহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোই অনুপস্থিত। তাই এটি একটি প্রকৃত আরোহ নয়। এটি একটি অপ্রকৃত আরোহ। যুক্তিবিদ মিল-এর মতে ঘটনা সংযোজন আদৌ একটি আরোহ নয়। এটি দেখতেই শুধু আরোহের মত। তিনি একে তথাকথিত অসঙ্গত, আরোহ বলে অভিহিত করেছেন।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

অবৈধ সার্বিকীকরণ-এর অনুপপত্তিসমূহ

নমুনা-১। আমি এ যাবৎ যত মানুষ দেখেছি তারা সবাই স্বার্থপর। সুতরাং সকল মানুষই স্বার্থপর।

যুক্তির উৎস: এ যুক্তিটি অবৈজ্ঞানিক আরোহের একটি দৃষ্টান্ত। তবে এটি আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ অপর্যাপ্ত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরোহ অনুমানে পর্যাপ্ত পরিমাণে দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে কার্য-কারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা দরকার। আলোচ্য যুক্তিতে এ দিকটি উপেক্ষা করায় যুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যুক্তির বিশ্লেষণ: যুক্তিটি অনুসারে বক্তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় যে তিনি বক্তব্য প্রদানের সময় পর্যন্ত যত মানুষের সাথে মিশেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই স্বার্থপর। স্বার্থপর নয় এমন কোন মানুষের সাথে তাঁর কোন পরিচয় ঘটেনি। তার এ একানুবর্তী ও বিরোধহীন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে সকল মানুষ হয় স্বার্থপর।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

যুক্তির মূল্যায়ন : আলোচ্য যুক্তিটিতে খুব কম সংখ্যক দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়েছে। যদি দৃষ্টান্তের সংখ্যা আরও কিছু বাড়ানো হত অর্থাৎ আরও কিছু বেশি লোকের সাথে মেশা যেত, তাহলে হয়ত স্বার্থহীন কোন লোকের সন্ধান মিলে যেত। তখন বিরোধপূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব হত না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এখানে অপর্যাপ্ত দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে মনুষ্যত্ব ও স্বার্থপরতা এর মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। এখানে নিছক একানুবর্তী অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা হয়েছে।

অনুপপত্তির নামকরণ : যুক্তিটিতে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব না দিয়ে নগণ্য সংখ্যক দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত স্থাপন করায় এতে অবৈধ সার্বিকীকরণ অনুপপত্তি ঘটেছে।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

নমুনা-২। আমি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করি না, কারণ যারা করে তারাও মৃত্যুবরণ করে।

যুক্তির উৎস: এ যুক্তিটি আমাদের নিরীক্ষণ সংক্রান্ত কিছু ভ্রান্ত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরোহ অনুমানে কোন সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বস্তু বা ঘটনা যথাযথভাবে নিরীক্ষণ করা দরকার। প্রয়োজনীয় কোন বস্তু বা ঘটনা নিরীক্ষণ থেকে বাদ রাখা অথবা কোনরূপ বিচার বিবেচনা না করে ব্যস্ত হয়ে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা ঠিক নয়। অনুমানের এসব গুরুত্বপূর্ণ দিক অগ্রাহ্য করায় যুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যুক্তির বিশ্লেষণ: যুক্তি অনুসারে বক্তা কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করে দেখেছেন যে কয়েকজন রোগী ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থেকে ওষুধপত্র খেয়েও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের চিকিৎসা রোগীদেরকে বাঁচাতে পারেনি। সুতরাং, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে কোন ক্ষেত্রেই ডাক্তারগণ চিকিৎসা করে কোন রোগীকে বাঁচাতে পারে না। তাই তিনি অসুখ হলেও কোন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন না।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

নিম্নের যুক্তিগুলোর বৈধতা বিচার কর।

১। রফিক দেখতে তার পিতার মতো। রফিকের পিতা একজন চোর। অতএব রফিকও একজন চোর।

২। করিম সাহেবের চেহারা তার পিতার অনুরূপ। তার পিতা যৌবন বয়সে মারা যান। অতএব করিম সাহেবও যৌবন বয়সে মারা যাবেন।

৩।রাজহাঁস যেখানেই দেখেছি সেখানেই তার সাদা রং পেয়েছি। সুতরাং সব রাজহাঁস সাদা।

৪।আমি বিপুল সংখ্যক পীত বর্ণের চীনাকে দেখেছি। অতএব সব চীনারাই পীত বর্ণের।

৫।আমি যে কয়জন পণ্ডিত লোকের সাথে মিশেছি তারা সবাই আত্মভোলা। সুতরাং সব পণ্ডিত লোকই আত্মভোলা।

৬ । কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, শিক্ষিত মেয়েরা ঘরকন্যার কাজে বিমুখ। অতএব সব শিক্ষিত মেয়েরাই ঘরকন্যার কাজে বিমুখ।

৭। একটি দেশের রাজধানী একটি মানুষের হৃৎপিণ্ডের অনুরূপ। হৃৎপিন্ডের বর্ধিত আকার একটি রোগ বিশেষ। অতএব রাজধানীর বর্ধিত আকারও একটি রোগবিশেষ।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

৮।মানুষের মতো ময়না পাখিও কথা বলে। মানুষের বুদ্ধি আছে। অতএব ময়না পাখিরও বুদ্ধি আছে।
৯। আমি স্বাস্থ্যবিধি মানি না। কারণ যারা মানে তারাও মারা যায়।
১০। মাসুদ দেখতে মাসুমের মতো। মাসুদ অংকে পাকা। সুতরাং মাসুমও অংকে পাকা।
১১। কটা চুলবিশিষ্ট লোকেরা বদমেজাজী।
১২। ইতর প্রাণী মানুষের মতোই বেদনা অনুভব করে।
১৩। মানুষের সাথে বানর-জাতির জীবের আকৃতিগত মিল আছে। সুতরাং মানুষ বানরের বংশধর।
১৪। বেশ কিছু লোক সর্প দংশনে মারা যায়। সুতরাং সাপ বিষধর।
১৫। টেলিগ্রাম ভীতিপ্রদ, কেবল এর মাধ্যমে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু সংবাদ আসে।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

ভগ্নাংশ সূত্রের মাধ্যমে সাদৃশ্যানুমানের মূল্য নিরূপণ।

কোনো কোনো যুক্তিবিদ সাদৃশ্যানুমানের মূল্য নিরূপণ করতে নিম্নের ভগ্নাংশ ব্যবহার করেন।

সাদৃশ্য ÷বৈসাদৃশ্য + অজ্ঞাত বিষয় = সম্ভাবনার মাত্রা।

এ ভগ্নাংশের লব হচ্ছে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো। এদের উপর নির্ভর করে অনুমানের সবলতা। আর হর হচ্ছে বৈসাদৃশ্য ও অজ্ঞাত বিষয়গুলো। এদের উপর নির্ভর করে অনুমানের দুর্বলতা। সুতরাং যে যুক্তিতে তুলনামূলকভাবে লব বড় এবং হর ছোট তার মূল্য বেশি। আর যে যুক্তিতে হর বড় এবং লব ছোট তার মূল্য কম।

এবার সাদৃশ্যানুমানের একটি যুক্তিকে উপরের ভগ্নাংশ দ্বারা পরীক্ষা করা যাক।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

যুক্তি-১ : উদ্ভিদের সাথে মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, খাদ্যগ্রহণ, বংশবিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। মানুষের বুদ্ধি আছে। সুতরাং উদ্ভিদেরও বুদ্ধি আছে।

$$\frac{\text{জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, খাদ্যগ্রহণ, বংশবিস্তার}}{\text{ইন্দ্রিয় শক্তি, স্নায়ুতন্ত্র, রক্তপ্রবাহ, চলাফেরা, কথাবলা, গৃহনির্মাণ, নিরাপত্তা, বুদ্ধিবৃত্তি}} = \text{সম্ভাবনার মাত্রা।}$$

এ যুক্তিটিকে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে একটি ভগ্নাংশের আকারে প্রকাশ করা যায়।
এ ভগ্নাংশটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এত লবের তুলনায় হরের সংখ্যা বেশি।
সুতরাং যুক্তিটির পক্ষে সত্য হবার সম্ভাবনার মাত্রা নিতান্তই কম। বলতে গেলে একদম নেই।
এখানে মনে রাখা দরকার যে, সব সাদৃশ্যানুমানের মূল্য এভাবে ভগ্নাংশের আকারে প্রকাশ করা যায় না। ভগ্নাংশ ব্যবহার করার সময় সংখ্যার দিকটিই প্রাধান্য লাভ করে। এতে শুধুমাত্র লব ও হরের সংখ্যা গণনা করা হয়। তাদের গুণ ও প্রকৃতি বিচার করা হয় না। আমরা জানি যে, কোনো অনুমানের মূল্য নির্ভর করে যৌথভাবে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের সংখ্যা ও প্রকৃতির উপর। সুতরাং যে অনুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সংখ্যাবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ, বৈসাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা খুব নগণ্য এবং যেখানে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পর্যাপ্ত, সে অনুমানের মূল্য সবচেয়ে বেশি।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

অবৈধ সার্বিকীকরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

১। আমি এ যাবৎ যত মানুষ দেখেছি, তারা প্রত্যেকেই আত্মকেন্দ্রিক। সুতরাং সকল মানুষই আত্মকেন্দ্রিক। এ যুক্তিটি অবৈজ্ঞানিক আরোহের একটি দৃষ্টান্ত। যুক্তিটি অনুসারে আমার অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় যে, আমি আজ পর্যন্ত যত মানুষের সাথে মিশেছি তারা প্রত্যেকেই আত্মকেন্দ্রিক। আত্মকেন্দ্রিক নয় এমন কোন মানুষের সাথে আমার কোন পরিচয় ঘটেনি। আমার এ একানুবর্তী ও বিরোধহীন অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আমি সিদ্ধান্ত করছি যে, সকল মানুষ হয় আত্মকেন্দ্রিক।

আলোচ্য যুক্তিটিতে খুব কম সংখ্যক দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়েছে। যদি দৃষ্টান্তের সংখ্যা আরও কিছু বাড়ানো যেত, অর্থাৎ আরও কিছু বেশি লোকের সাথে মেশা যেত, তাহলে হয়তো আত্মকেন্দ্রিক নয় এমন কোনো লোকের সন্ধান মিলে যেত। তখন বিরোধপূর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করা সম্ভব হত না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে; এখানে অপর্যাপ্ত দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, সিদ্ধান্ত স্থাপনের পূর্বে মনুষ্যত্ব ও আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। ফলে যুক্তিটিতে অবৈধ সার্বিকীকরণ অনুপপত্তি ঘটেছে।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

২। অদ্যাবধি নারী জাতি পুরুষ জাতির সমকক্ষ হতে পারেনি; সুতরাং, তারা পুরুষ থেকে নিকৃষ্ট।

এ যুক্তিটি অবৈজ্ঞানিক আরোহের একটি দৃষ্টান্ত। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় যে, আজ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে নারীরা পুরুষের পশ্চাতে রয়েছে। তারা পুরুষের সমকক্ষ হতে পারেনি। আমাদের এহেন একানুবর্তী অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, নারী জাতি পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট। কিন্তু অধুনা বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক নারী পুরুষের সমকক্ষ। কোন কোন ক্ষেত্রে নারী পুরুষ থেকেও উৎকৃষ্ট। আলোচ্য যুক্তিটিতে এ দিকটি বিবেচনা না করে আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতার সীমা একটু বাড়ালে এ ধরনের সিদ্ধান্ত অনুমান করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। তাই যুক্তিটিতে 'অবৈধ সার্বিকীকরণ অনুপপত্তি' ঘটেছে।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

৩। আমি আজ পর্যন্ত যে কয়েকজন আমেরিকাবাসীকে দেখেছি তারা সবাই শ্বেতকায়। সুতরাং সব আমেরিকানবাসীই শ্বেতকায়।

এ যুক্তিটি সহজ গণনামূলক আরোহ বা অবৈজ্ঞানিক আরোহের একটি দৃষ্টান্ত। যতদূর আমার অভিজ্ঞতা যায়, আমি কেবল শ্বেতবর্ণের আমেরিকাবাসীকে দেখেছি। ভিন্ন বর্ণের কোন আমেরিকাবাসীকে আমি কোনদিন দেখিনি। আমার এ একানুবর্তী ও ব্যতিক্রমহীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্ত করছি যে, সকল আমেরিকাবাসী হয় শ্বেতকায়।

আলোচ্য যুক্তিটিতে খুব কম সংখ্যক দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করেই একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়েছে। যদি দৃষ্টান্তের সংখ্যা আরও বাড়ানো যেত অর্থাৎ আরও বেশি করে আমেরিকাবাসীর সাথে দেখা হত, তাহলে কিছু কৃষ্ণকায় বা কিছু মধ্যম বর্ণের আমেরিকাবাসীর সন্ধান মিলে যেত। তাই দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তিটিতে দৃষ্টান্তের সংখ্যা খুবই নগণ্য তাছাড়া, এতে দেশের আবহাওয়া ও দেশবাসীর বর্ণের মধ্যে কোন কার্য-কারণ আছে কিনা তা কোন বিবেচনায় আনা হয় নি। সুতরাং যথাযথ পদ্ধতিতে সার্বিক সিদ্ধান্তটি অনুমিত হয়নি বলে যুক্তিটিতে অবৈধ সার্বিকীকরণ অনুপপত্তি ঘটেছে।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

সাদৃশ্যানুমান সংক্রান্ত যুক্তি

নমুনা-১। মানুষের সাথে উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, বংশবিস্তার, খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। মানুষের বুদ্ধি আছে সুতরাং উদ্ভিদেরও বুদ্ধি আছে।

ভূমিকা : এ যুক্তিটি সাদৃশ্যানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। সাদৃশ্যানুমানে দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখানো হয়। তারপর যদি দেখা যায় যে তাদের একটির মধ্যে একটি বিশেষ গুণ বর্তমান, তাহলে অনুমান করা হয় যে ঐ গুণটি অপর বস্তুটিতেও বর্তমান; তবে এরূপ অনুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ বা আবশ্যকীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য যুক্তিতে এ বিষয়টি অগ্রাহ্য করায় এটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

যুক্তির বিশ্লেষণ: যুক্তিটি অনুসারে মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, বংশ বিস্তার, খাদ্যগ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আমাদের জানা আছে যে মানুষের বুদ্ধি আছে। সুতরাং উপরোক্ত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হচ্ছে যে উদ্ভিদেরও বুদ্ধি আছে।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

যুক্তির মূল্যায়ন: আলোচ্য যুক্তিটিতে মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে যে বিষয়গুলোতে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে সেগুলো সিদ্ধান্ত অনুমানের পক্ষে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় নয়। বাস্তবে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, ইত্যাদির সাথে বুদ্ধির অস্তিত্বের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই।

ত্রুটির স্বরূপ: এ যুক্তিতে মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বহীন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। এখানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের কোন কার্যকরণ সম্পর্ক না থাকায় যুক্তিটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং এটি একটি অসাধু সাদৃশ্যানুমান।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

সাধু সাদৃশ্যানুমান এর কয়েকটি যুক্তি

সাধু সাদৃশ্যানুমানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। এতে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত স্থাপনের পক্ষে খুবই প্রাসঙ্গিক। কাজেই সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে এর সিদ্ধান্তের পক্ষে সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

সাধু সাদৃশ্যানুমানের কয়েকটি যুক্তির যথার্থতা নিম্নে বিচার করা হলো :

নমুনা-১। মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, বংশবিস্তার, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। মানুষের প্রাণ আছে। সুতরাং উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে।

এ যুক্তিটি সাদৃশ্যানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। যুক্তিটি অনুসারে মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, বংশবিস্তার, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আমাদের আগে থেকেই জানা আছে যে, মানুষের প্রাণ আছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। আলোচ্য যুক্তিটিতে মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু ইত্যাদির সাথে প্রাণের অস্তিত্বের একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক বিদ্যমান। কাজেই এটি একটি 'সাধু সাদৃশ্যানুমান'।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

নমুনা-২। দু'টি গাছের মধ্যে কান্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ইত্যাদির দিক দিয়ে মিল আছে। এদের একটিতে লিচু ধরেছে। অতএব অপরটিতেও লিচু ধরবে।

এ যুক্তিটি সাদৃশ্যানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। এখানে বলা হয়েছে যে, দু'টি পৃথক গাছের মধ্যে কান্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এদের একটিতে লিচু ফল ধরেছে। সুতরাং সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হচ্ছে যে, অপরটিতে একই ফল ধরবে।

আলোচ্য যুক্তিতে দু'টি গাছের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। এখানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের একটা প্রাকৃতিক নিয়মানুগ সম্পর্ক আছে। আমরা জানি যে, প্রকৃতির সবকিছু সুশৃঙ্খল নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ। তাই প্রকৃতি সব সময় একই রীতিতে আচরণ করে। দু'টি গাছের মধ্যে কান্ড, পাতা, ফুল ইত্যাদি বিষয়ে মিল থাকলে তাদের মধ্যে ফলের দিক দিয়ে মিল হবে এটাই প্রকৃতির ধর্ম। সুতরাং যুক্তিটি একটি 'সাধু সাদৃশ্যানুমান'।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

নমুনা-৩। মানুষ ও কুকুরের মধ্যে দৈহিক অঙ্গ, স্নায়ুতন্ত্র, ইন্দ্রিয় ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে। অতএব কুকুরেরও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে। এ যুক্তিটি সাদৃশ্যানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। যুক্তিটিতে বলা হয়েছে যে, মানুষ ও কুকুরের মধ্যে দৈহিক অংগ, স্নায়ুতন্ত্র, ইন্দ্রিয় ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আমাদের জানা আছে যে, মানুষের মধ্যে সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে। সুতরাং উপরোক্ত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হচ্ছে যে, কুকুরের মধ্যেও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে।

আলোচ্য যুক্তিটিতে মানুষ ও কুকুরের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। এতে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকবার সম্ভাবনা আছে। বাস্তবে সুখ-দুঃখের অনুভূতি জীবের স্নায়ুতন্ত্র, ইন্দ্রিয় ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সিদ্ধান্তটির পক্ষে সত্য হওয়ার একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। সুতরাং এটি একটি 'সাধু সাদৃশ্যানুমান'।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

অসাধু সাদৃশ্যানুমান -এর কয়েকটি যুক্তি

অসাধু সাদৃশ্যানুমানে কয়েকটি গুরুত্বহীন ও অনাবশ্যক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। এখানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো নিতান্তই অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক। কাজেই সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে না। এরূপ অনুমানের সিদ্ধান্তের পক্ষে সত্য হওয়ার বদলে মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

নমুনা-১। জলিল জব্বারের মত লম্বা, পাতলা ও ফর্সা। জব্বার বুদ্ধিমান। সুতরাং জলিলও বুদ্ধিমান।

এ যুক্তিটি সাদৃশ্যানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। যুক্তিটিতে বলা হয়েছে যে, জলিল ও জব্বারের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ উভয়েই লম্বা, পাতলা ও ফর্সা। তাদের মধ্যে জব্বারের একটি অতিরিক্ত গুণ আছে অর্থাৎ জব্বার বুদ্ধিমান। সুতরাং, সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে, জলিলও ঐ গুণের অধিকারী; অর্থাৎ জলিলও বুদ্ধিমান।

আলোচ্য যুক্তিটিতে জলিল ও জব্বারের মধ্যে কতকগুলো গুরুত্বহীন ও অনাবশ্যক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। বাস্তবে উচ্চতা, দেহের গঠন, গায়ের বর্ণ ইত্যাদির সাথে বুদ্ধির কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। সুতরাং, যুক্তিটি একটি 'অসাধু সাদৃশ্যানুমান'।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

নমুনা-২। মানুষের মত রেডিও হাসে, কাঁদে, কথা বলে ও গান গায়। মানুষের বুদ্ধি আছে। অতএব রেডিওরও বুদ্ধি আছে।

এ যুক্তিটি সাদৃশ্যানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। যুক্তিটিতে বলা হয়েছে যে, মানুষ ও রেডিওর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ উভয়েই হাসে, কাঁদে, কথা বলে ও গান গায়। এদের মধ্যে মানুষের বুদ্ধি আছে। সুতরাং, অনুমান করা হচ্ছে যে, রেডিওরও বুদ্ধি আছে।

আলোচ্য যুক্তিটিতে মানুষ ও রেডিওর মধ্যে কয়েকটি অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে সাদৃশ্য - দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। এখানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের কোনই যোগসূত্র নেই। বাস্তবে রেডিওর মধ্যে যে হাসি, কান্না ইত্যাদি শুনা যায় তা রেডিওর নিজস্ব কিছু নয়। এগুলো মানুষের কন্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি। সুতরাং, যুক্তিটি একটি 'অসাধু সাদৃশ্যানুমান'।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

নমুনা-৩। মানুষের মত উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, বংশ বিস্তার ও খাদ্য গ্রহণ আছে। মানুষের বুদ্ধি আছে। অতএব, উদ্ভিদেরও বুদ্ধি আছে।

এ যুক্তিটি সাদৃশ্যানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। যুক্তিটি অনুসারে মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, বংশবিস্তার ও খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আমাদের জানা আছে যে, মানুষের বুদ্ধি আছে। সুতরাং সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হচ্ছে যে, উদ্ভিদেরও বুদ্ধি আছে।

আলোচ্য যুক্তিটিতে মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বহীন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। এখানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত অনুমানের জন্য আবশ্যকীয় নয়। বাস্তবে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু ইত্যাদির সাথে বুদ্ধির অস্তিত্বের কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। সুতরাং - যুক্তিটি ভ্রান্ত। এটি একটি 'অসাধু সাদৃশ্যানুমান'।

অপকৃত আরোহের সংজ্ঞা

৪। সব রাস্তা যেমন রোম শহরে গিয়ে শেষ হয় তেমনি সব ধর্ম খোদার নিকট গিয়ে পৌঁছায়।
এ যুক্তিটি সাদৃশ্যানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। যুক্তিটি সম্মন্ধের সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাস্তা ও রোম শহরের মধ্যকার সম্পর্ক ধর্ম ও খোদার মধ্যকার সম্পর্কের অনুরূপ। সব রাস্তা যেমন মানুষকে রোম শহরে নিয়ে পৌঁছায়, ঠিক তেমন সব ধর্ম মানুষকে খোদার নিকট নিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু আলোচ্য যুক্তিটিতে 'সম্পর্কের যে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে তা নিতান্তই কাল্পনিক, বাস্তব নয়। তাই এটি একটি 'অসাধু সাদৃশ্যানুমান'।

THANK YOU